NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

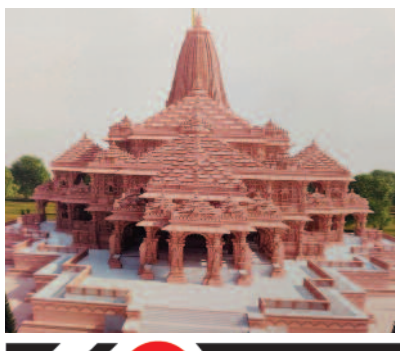

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ অযোধ্যার শ্রী রাম মন্দিরের নেপথ্যের অজানা কাহিনী

জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ডেও অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা ৭

কলকাতা ২২ জানুয়ারি ২০২৪ ৭ মাঘ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 22.1.2024, Vol.17, Issue No. 221, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

রামমন্দির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ফোন

অযোধ্যা, ২১ জানুয়ারি: ২১ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধনের আগেই সেখানে বিস্ফোরণের হুমকি এল পুলিশের কাছে। জানানো হল উড়িয়ে দেওয়া হবে রামমন্দির। দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ ছোটা শাকিল বলে দাবি করেন ওই ব্যক্তি। হুলস্থুল পড়ে যায় পুলিশমহলে। অবশেষে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, শনিবার একটি ফোন পায় বিহার পুলিশ। ১১২ নম্বর ডায়াল করে ওই ব্যক্তি নিজেকে দাউদের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করেন। পুলিশকে তিনি জানান যে, তাঁর নাম ছোটা শাকিল। আর তিনি আগামী ২২ জানুয়ারি, সোমবার রামমন্দিরের উদ্বোধনের দিনই তা উড়িয়ে দেবেন। এমন হুঁশিয়ারি হালকা ভাবে নেয়নি পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ছোট শাকিল নামে দাবি করা ওই ব্যক্তির খোঁজ। শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা গিয়েছে। বিহার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম ইস্তেখাব আলম। শনিবার রাতে বিহারের বালুয়া কালিয়াগঞ্জ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফোনের সূত্র ধরে অভিযুক্তের বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন তদন্তকারীরা।

দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত অযোধ্যা, মোতায়েন ১৩ হাজার নিরাপত্তারক্ষী

অযোধ্যা, ২১ জানুয়ারি: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরেই অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন। দেশ-বিদেশের কয়েক হাজার অতিথির উপস্থিতিতে মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেজে উঠেছে গোটা অযোধ্যা শহর। ইতিমধ্যে অতিথিরা এসেও গিয়েছেন রাম-ভূমে। তাই অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রবিবার থেকেই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে মন্দির-নগরী। রাম মন্দির-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কম্যান্ডো মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, রাম মন্দির উদ্বোধনের জন্য মন্দির চত্বরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সিআরপিএফ, এসএসএফ এবং রাজ্য সরকারের বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী পিএসি রয়েছে। প্রায় ১৩ হাজার জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন অযোধ্যায় নাশকতার হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাক জঙ্গি সংগঠন, জঈশ-ই-মহম্মদ। তাই নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে নারাজ যোগী প্রশাসন। কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ, রাজ্য সরকারের বিশেষ বাহিনী থেকে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, অ্যান্টি বম্ব স্কোয়াড এবং ডগ স্কোয়্যাডও রাম মন্দির চত্বর, অযোধ্যা রেলস্টেশন, অযোধ্যা বিমানবন্দর-সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হচ্ছে।

আজ দেশ অযোধ্যামুখী

৫০ মিনিটের অনুষ্ঠানে রামমন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

অযোধ্যা, ২১ জানুয়ারি: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামমন্দিরের উদ্বোধন করবেন। তাঁর হাত দিয়ে রামলালার বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঢালাও আয়োজন করা হয়েছে অযোধ্যায়। দেশের নানা প্রান্ত থেকে অন্তত ৮ হাজার মানুষ উদ্বোধনের সময়ে অযোধ্যায় উপস্থিত থাকবেন। উপস্থিত থাকবেন তারকা অতিথিরাও। ইতিমধ্যে অনেকে পৌঁছেও গিয়েছেন। আজ সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে অযোধ্যায় পৌঁছে যাওয়ার কথা মোদির। তার পর সারা দিন ধরে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। রামমন্দির উদ্বোধনের পর মোদি অযোধ্যায় একটি জনসভাও করবেন।

সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে অযোধ্যার বাল্মীকি বিমানবন্দরে নামবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে অযোধ্যার হেলিপ্যাডে পৌঁছবেন ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ। ১০টা ৫৫ মিনিটে রামমন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। বেলা ১২টার পরে শুরু হবে উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মোদি রামমন্দিরের ভিতরেই থাকবেন। তবে ওই সময়ে তিনি কী করবেন, তা জানানো হয়নি।

রামলালার বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠার আচার-অনুষ্ঠান শুরু হবে ১২টা ৫ মিনিটে। টানা ৫০ মিনিট ধরে অনুষ্ঠান চলবে। ১২টা ৫৫ মিনিটে সব আচার-অনুষ্ঠান সেরে উদ্বোধনস্থল ছেড়ে বেরোবেন প্রধানমন্ত্রী। রামমন্দিরের কাছেই মোদির জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। দুপুর ১টার মধ্যে তিনি সেখানে পৌঁছে যাবেন। ২টো পর্যন্ত চলবে সভা। জনগণের উদ্দেশে সেই সভা থেকেই প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন। এর পর অযোধ্যার গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান কুবের টিলায় যাওয়ার কথা মোদির। হিন্দু ধর্মে এই কুবের টিলার গুরুত্ব অপরিসীম। অযোধ্যার ইতিহাস বলে, এখানে ধনসম্পদের দেবতা কুবের পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। সরযূ নদীর তীরে রামের জন্মভূমির অদূরেই তিনি স্থাপন করেছিলেন এক শিবলিঙ্গ। শিবপুজোও করেছিলেন। সোমবার দুপুরে ওই পবিত্র কুবের টিলা দর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

আজ রামমন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে। তবে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরের দরজা খুলবে মঙ্গলবার থেকে। এদিন আমন্ত্রিত ছাড়া সাধারণ মানুষ মন্দিরে ঢুকতে পারবেন না। মঙ্গলবার থেকে সারা দিনে দু'বার রামমন্দিরের দরজা খোলা হবে সাধারণের জন্য। প্রথম বার দরজা খুলবে সকাল ৭টায়। সে সময়ে পুণ্যার্থীরা মন্দিরে ঢুকতে এবং পুজো দিতে পারবেন। সাড়ে ১১টা নাগাদ আবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। আড়াই ঘণ্টার বিরতির পর আবার দুপুর ২টো থেকে দর্শনার্থীরা রামমন্দিরের ভিতর প্রবেশ করতে পারবেন। দরজা বন্ধ হবে সন্ধ্যা ৭টায়।

আজ কখন, কোথায় মোদি

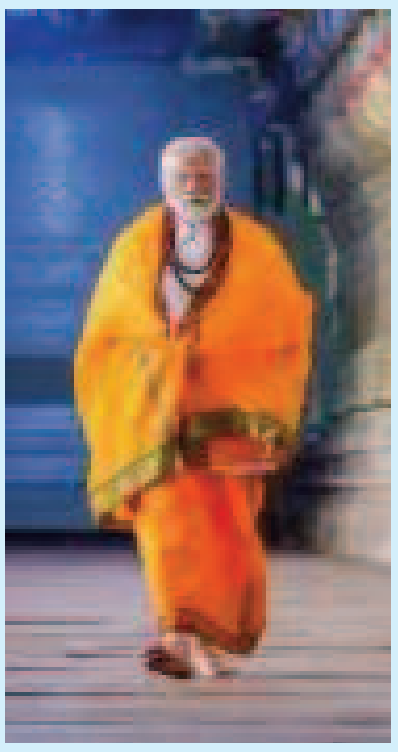

১. সকাল ১০টা ২৫ অযোধ্যার নব নির্মীত মহর্ষি বাল্মীকি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
২. সকাল ১০টা ৪৫ বিমান বন্দর থেকে অযোধ্যা হেলিপ্যাডে আসবেন প্রধানমন্ত্রী।
৩. সকাল ১০টা ৫৫ রাম জন্মভূমিতে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী।
৪. দুপুর ১২টা ৫ থেকে ১২টা ৫৫ প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূল অনুষ্ঠান, এটাই সবথেকে শুভ মুহূর্ত বলে চিহ্নিত করেছেন পণ্ডিতরা।
৫. দুপুর ১২টা ৫৫ প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর, প্রধানমন্ত্রী মোদি জনসভাস্থলে যাওয়ার জন্য উপাসনাস্থল ছাড়বেন।
৬. দুপুর ১টা এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রী যাবেন জনসভাস্থলে, সেখানে তিনি ভক্তদের সঙ্গে আলাপচারিতা করবেন।
৭. দুপুর ১টা থেকে ২টো এই এক ঘণ্টা জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।
৮. দুপুর ২টো ১০ প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যার কুবের টিলা মন্দিরে পুজো করবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সংহতি মিছিলকে কেন্দ্র করে হাইভোল্টেজ নিরাপত্তা

স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে নজরদারির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে অযোধ্যায় বহু প্রতীক্ষিত রাম মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষের উন্মাদনা। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কলকাতার রাজপথে সংহতি মিছিলের আয়োজন। দুই হাই ভোল্টেজ অনুষ্ঠানকে ঘিরে টানটান গোটা রাজ্য। দুই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না তৈরি হয় তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য পুলিশ। শুক্রবার বিকালে সব জেলার পুলিশসুপার এবং পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক রাজীব কুমার। সেখানে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে সকাল থেকে নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড-সহ জনবহুল এলাকা গুলিতেও বিশেষ পুলিশি নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পুলিশকে এলাকায় টহল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় বাহিনী মোতায়েন করার কথা বলা হয়েছে। রামমন্দিরের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে

ফাইল চিত্র

শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পুজোর পাশাপাশি মিছিলের আয়োজন করেছে একাধিক সংগঠন। আজ সব মিলিয়ে ৩৬টিরও বেশি মিছিল হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। সেই সমস্ত মিছিল এবং পুজো ঘিরে যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

কলকাতায় প্রায় চার হাজার অতিরিক্ত পুলিশকর্মীকে রাস্তায় নামানো হচ্ছে। এ ছাড়া, প্রতিটি ডিভিশনেও অতিরিক্ত পুলিশকর্মীদের মজুত রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। থানাগুলিতেও যাতে পর্যাপ্ত বাহিনী থাকে, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি মিছিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওগ্রাফি করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে থানাগুলিকে। জানা গিয়েছে, বন্দর এলাকা-সহ শহরের বেশ কয়েকটি জায়গা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় ঘটতে পারে সাইবার অপরাধ!

জারি হল সরকারি সতর্কতা

অযোধ্যা, ২১ জানুয়ারি: অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন এবং রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে চলেছে আজ। গোটা দেশ তা নিয়ে উদ্বেলিত। প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া সারবেন। সেই মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছেন কোটি কোটি মানুষ। অযোধ্যায় যত মানুষ হাজির থাকবেন, তার কয়েক গুণ বেশি মানুষ সে দিন চোখ রাখবেন টিভি বা মোবাইলের পর্দায়। আনন্দঘন এই মুহূর্তেও সাবধানবাণী শোনাচ্ছে সরকার। কারণ, বিহ্বলতার সুযোগ নিয়ে আপনার অ্যাকাউন্ট সাফ করে দিতে ওত পেতে বসে রয়েছে সাইবার অপরাধীরা।

সাইবার বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র অনুষ্ঠান সরাসরি দেখানোর টোপ দিয়ে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দিতে চায় দুষ্কৃতীরা। একই ভাবে প্রসাদ বা অন্য কিছুর টোপ দিয়েও অঘটন ঘটানো হতে পারে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাইবার শাখা এ ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, একসঙ্গে বহু মানুষ সরাসরি সম্প্রচার দেখবেন। সেই সুযোগই নিতে চায়

ঠগেরা।

বহু মানুষ নিজের মোবাইলে অনুষ্ঠান দেখবেন। তাই সাইবার প্রতারকরা সম্প্রচারের সময় আপনাকে এমন অনেক বার্তা বা লিঙ্ক পাঠাতে পারে, যেখানে রামমন্দিরের প্রসাদ পাওয়া যাবে বলে দাবি করা হবে। সে জন্য আপনাকে একটি লিঙ্কে আঙুল ছোঁয়াতে হবে। কিন্তু সেই লিঙ্কে হাত ছোঁয়ালেই আপনার অ্যাকাউন্ট সাফ হয়ে যেতে পারে। একই ভাবে পুজোর ফুল বা অন্যান্য বিভিন্ন জিনিস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারকরা আপনাকে লুটে নিতে পারেন। সে জন্য সকলকে সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়েছে সরকার। সাইবার শাখা থেকে বলা হয়েছে, ভুয়ো কিউআর কোড আপনার মোবাইলে পাঠানো হতে পারে। যে কোডের মাধ্যমে আপনার সমস্ত তথ্য এবং নথির হদিশ পেয়ে যেতে পারে প্রতারকরা। আবার রামমন্দিরের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়েও আপনার সঙ্গে প্রতারণা হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভুয়ো ভিআইপি পাস দেওয়ার চক্রও জাঁকিয়ে বসেছে।

কলকাতা পুলিশ আয়োজিত ম্যারাথনে অংশ নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

দমকা হাওয়ায় গেট ভেঙে আহত অ্যাডিশনাল সিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার কলকাতা পুলিশের তরফে আয়োজন করা হয়েছিল হাফ ম্যারাথনের। রবিবাসরীয় সকালে রেড রোড থেকে সূচনা হয় ম্যারাথনের। সেখানেই ঘটল বিপত্তি। দমকা হাওয়া জেরে ফিনিসিং পয়েন্টের গেট ভেঙে পড়ে আহত কলকাতা পুলিশের অ্যাডিশানল সিপি ১ মুরলিধর। জানা গিয়েছে, হালকা চোট পেয়েছেন তিনি। অন্যান্য প্রতিযোগীদের পাশাপাশি এদিনের এই ম্যারাথনে দৌড়েছেন ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ১০ কিলোমিটার ক্যাটাগরিতে নাম লিখিয়েছিলেন অভিষেক।

এদিন একদম ভোর ভোর শুরু হয় ম্যারাথন। সকালে রেড রোড থেকে সূচনা হয় ম্যারাথনের। উপস্থিত ছিলেন টলি অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়, ঈশা সাহা, দেব অধিকারী, ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশীস চক্রবর্তী ও

ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেছিলেন অ্যাডিশানল সিপিও। পুলিশ সূত্রে খবর, যে গেটে প্রতিযোগীরা নিজেদের দৌড় শেষ করছেন সেই গেটেরই দায়িত্বে ছিলেন মুরলিধর। এ দিকে, আজ সকাল থেকেই মুখ ভার ছিল আকাশের। ঠান্ডা হাওয়াও বইছিল। সেই সময় হঠাৎ ফিনিশিং গেটটি হাওয়ার জেরে ভেঙে পড়ে যায়। তখনই আঘাত লাগে তাঁর। পুলিশ সূত্রে খবর, কাঁধে চোট পেয়েছেন অ্যাডিশনাল সিপি। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ইন্সস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স মল্লিক বাজারে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁর। আপাতত তিনি সুস্থ রয়েছেন বলে খবর।

সংশোধিত সচিত্র ভোটার তালিকা প্রকাশ আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সংশোধিত সচিত্র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে আজ। এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ এই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে খবর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা রাজ্যের প্রতিটি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, মহকুমা শাসক বা ইআরও কার্যালয়ে, প্রতিটি বুথ স্তরে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সাইটে পাওয়া যাবে। এই চূড়ান্ত ভোটার তালিকার ভিত্তিতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোটদান পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। গত পয়লা নভেম্বর রাজ্যের খসরা ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ওই তালিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন অভিযোগ ও দাবি গ্রহণ করা হয়েছিল গত ৯ ডিসেম্বর।

গত ৫ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তা ২২ জানুয়ারি স্থির করা হয়। আজ এরাজ্যে ছাড়াও দেশের অন্যান্য রাজ্যে এই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই গত ৫ই জানুয়ারি দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই তালিকা প্রকাশ করা হয় বলে সূত্রের খবর।

রামের 'বিজয়ভূমিতে' পুজো দিলেন মোদি

চেন্নাই, ২১ জানুয়ারি: অযোধ্যার রামমন্দিরে রামের বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন তিনি। তার আগে রবিবার দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে প্রাণায়ম সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমুদ্রের পারে প্রথমে সাজিয়ে দিলেন ফুল-বেলপাতার নৈবেদ্য। তার পরে সমুদ্রের জলে নেমে সেই জলেই অর্পণ করলেন পুজো। শেষে সমুদ্রের পারে বসে অনুলোম-বিলোম প্রাণায়মও করতে দেখা যায় তাঁকে। রামের বিগ্রহে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীই। তাঁর হাতেই হবে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র পুজো। তবে পুজোয় বসার আগে ১১ দিনের বিশেষ ব্রত পালন করছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই পর্বেই দক্ষিণ ভারতের রামায়ণ-প্রসিদ্ধ স্থানগুলিও দর্শনে বেরিয়েছিলেন তিনি। রবিবার ছিল সেই সফরের শেষ পর্ব। সকালেই মোদি পৌঁছে যান তামিলনাড়ুর ধনুষ্কোড়িতে। সেখানে আরিচল মুন্নাই পয়েন্টে সমুদ্রের পারে বসে প্রাণায়ম করেন প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে সৈকতে বালির উপরেই সাজিয়ে দেন দশ রঙের ফুল আর বেলপাতার নৈবেদ্যও। সমুদ্রে নেমে পুজোও করেন প্রধানমন্ত্রী। রামায়ণে কথিত আছে, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার আগে এই ধনুষ্কোড়িতেই পুজো করেছিলেন রাম। এখান থেকেই বাঁধা হয়েছিল লঙ্কারাজ্যে যাওয়ার রাম সেতু। আবার এই ধনুষ্কোড়িতেই রাবণের ভাই বিভীষণ দেখা করেছিলেন রামের সঙ্গে। বলা হয়, এখানেই রামের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন বিভীষণ। এমনকী, রাবণকে হারানোর পর লঙ্কারাজ্যের সিংহাসনের বিভীষণের অভিষেকও নাকি হয়েছিল তামিলনাড়ুর এই জনবিরল শহরেই। ফলে রামগাথায় ধনুষ্কোড়ির আলাদা মাহাত্ম্য আছে। ধনুষ্কোড়িতে রয়েছে রামের মন্দিরও। রবিবার সেখানেও পুজো করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ধার্মিকেরা বলছেন, স্থানমাহাত্ম্যের জন্যই রামের জন্মভূমিতে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'র অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে রামের বিজয়ভূমিতে পুজো দিতে এসেছেন মোদি। যদিও রাজনৈতিক নজরদারদের মতে, লোকসভা ভোটের আগে এ সবই আদতে দক্ষিণ ভারতের মন পাওয়ার চেষ্টা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

নবদ্বীপ জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতি লিঃ
পোঃ নবদ্বীপ জেলাঃ নদীয়া রেজি নঃ ১৩১২ তাং ২২/১০/১৯৮২
নির্বাচনি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নবদ্বীপ জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতির সকল বৈধ ভোটার গণকে জানানো যাইতেছে, সমিতির নয় (৯) জন (সাধারন ছয় (৬) জন, মহিলা দুই (২) জন ও SC/ST এক (১) জন) বোর্ড অফ ডিরেক্টর নির্বাচন আগামী ২৫/০২/২০২৪ তারিখে বেলা ১১ থেকে ৩ টে পর্যন্ত সমিতির অফিস ঘরে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে সমিতির সকল ভোটার গণকে অংশগ্রহন করার জন্য আবেদন জানানো যাইতেছে। এব্যাপারে সমস্ত বিজ্ঞাপন সমিতির নোটিশ বোর্ডে দেওয়া আছে।

বিনীত
(ARO)
১. শ্রী রমেন সরকার (C.I)
(ARO)
২. শ্রী অমল কৃষ্ণ অধিকারী (C.D.O)

NAME CHANGE

I, **Shivani Kedia**, daughter of Sri Santosh Kumar Kedia, resident of Ward 10, Masraf Bazar, infront of Ramjanki Mandir, Darbhanga-846004 (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare that in several documents my name has been recorded as **Shivani Kedia instead of Shivaanii Kedia**. The both names **Shivani Kedia** and **Shivaanii Kedia** are same and one identical person vide affidavit by Metropolitan Magistrate, 14th Court, Calcutta on 16.01.2024

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

বিজ্ঞপ্তি
In The Court of Ld. District Delegate, Paschim Medinipur
Succ. Certificate Case No.- 42/2023
Anju Roy & anr.................... Petitioners.

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী থানার অন্তর্গত শালবনী সাকিনের অধিবাসী সর্বসাধারনকে অবগত করানো যায় যে, উক্ত সাকিনের অধিবাসী অধুনা মৃত মৃনাল কান্তি রায় ত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্নিত Movable property সম্বন্ধে Succession Certificate পাইবার প্রার্থনায় উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে এবং অত্র মোকর্দ্দমার পরবর্ত্তী দিন আগামী ইং 01/03/24 তাং ধার্য্য রহিয়াছে। এতদ বিষয়ে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বা পরবর্ত্তী ধার্য্য দিনে স্বয়ং কিংবা কোন ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আইনানুগ ভাবে নিষ্পত্তি হইবে।

Description of the Movable Property of the Deceased.

1. One Term Deposit being A/C No. 30737309177 Lying At- S.B.I. Kolkata main Branch. Rs. 50,000/-
2. One Term Deposit being A/C No. 30737319834 Lying At- S.B.I. Kolkata main Branch. Rs. 50,000/-
3. One Term Deposit being A/C No. 30737312136 Lying At- S.B.I. Kolkata main Branch. Rs. 50,000/-
4. One Term Deposit being A/C No. 30737322166 Lying At- S.B.I. Kolkata main Branch. Rs. 50,000/-
5. One Term Deposit being A/C No. 30591857401 Lying At- S.B.I. Digha Branch. Rs. 1,00,000/-
6. One Term Deposit being A/C No. 30580653487 Lying At- S.B.I. Digha Branch. Rs. 1,65,000/- **Total Rs. 4,65,000/-** (Rs.Four Lakhs Sixty five Thousand only) with interest if any.

অনুমত্যানুসারে, 18/01/2024
Tapas Ranjan Chakraborty সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত,পশ্চিম মেদিনীপুর

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২শে জানুয়ারী, ৭ই মাঘ। সোমবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি।অষ্টোত্তরী রবি র দশা। বিংশোত্তরী ও মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ , কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আগামীকাল বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেড়বে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূলবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি , অর্থপ্রাপ্তি ,সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি :ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি ,টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন। লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি ,ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন -পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে। এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ -বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ -তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপর অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কিকরে আসবে। আজ সতর্ক থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বোরো আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন। ।মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং, হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০৮৮৭২১ ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তেজনা ঘোলার বিলকান্দায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রবিবার উত্তেজনা ছড়ালো ঘোলার বিলকান্দা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শহরপুর বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়ির কাছেপিঠে শহরপুর বাজারের কাছে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন উপ-প্রধান এবং বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্যা মলিনা মল্লিকের স্বামী অপূর্ব মল্লিক। অভিযোগ, আচমকা অপূর্ব বাবুর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় পঞ্চায়েত সদস্যা শর্মিষ্ঠা ঢালির স্বামী অভিজিৎ ঢালি। অপূর্ব মল্লিকের মুখে গালে বুকে ও মাথায় এলোপাথাড়ি চড়, কিল ও ঘুষি মারা হয় বলে অভিযোগ। বিলকান্দা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা অপূর্ব বাবুর স্ত্রী মলিনা দেবীর অভিযোগ, চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসে স্বামীকে বাঁচাতে যাই। তখন তাঁকেও মারধর করা হয়। এমনকী তাঁর ২৫ বছরের মেয়ে বাঁচাতে এসেও আক্রান্ত হয়েছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় উভয়পক্ষই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। জানা গিয়েছে, আক্রান্ত অপূর্ব মল্লিক সম্পর্কে অভিজিৎ ঢালির মামা হন। পঞ্চায়েত সদস্যা তথা অভিজিৎ ঢালির স্ত্রী শর্মিষ্ঠা ঢালি বলেন, এটা পারিবারিক সমস্যা। অপূর্ব মল্লিক সম্পর্কে তার মামা শ্বশুর হন। ওনার স্ত্রী মলিনা মল্লিক উপপ্রধান থাকাকালীন তার শাশুড়িকে দিয়ে জোর করে একটি জমি লিখিয়ে নেন। তা নিয়ে বিবাদ ছিল। শর্মিষ্ঠা দেবীর দাবি, তৃণমূলের সংহতি যাত্রা উপলক্ষ্যে এদিন সকালে তিনি জনসংযোগে বেরিয়েছিলেন। তখন চায়ের দোকানে বসে মামা শ্বশুর অপূর্ব মল্লিক তাকে উদ্দেশ্যে করে টিটকারি করেন। এর প্রতিবাদ করলে তাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেন। খবর পেয়ে তার স্বামী এসে ঘটনাস্থলে থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এদিকে অভিজিৎ ঢালি বলেন, কোনও মারধরের ঘটনা ঘটেনি। পাড়ার লোক নিয়ে স্ত্রীকে উদ্ধার করতে মৃদু ধাক্কাধাক্কি হয়েছে মাত্র। যদিও কোনও পক্ষই নিউ ব্যারাকপুর থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেনি। ঘটনা নিয়ে খড়দহের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ওখানে কোনও গোষ্ঠী সংঘর্ষ কিংবা রাজনৈতিক ঝামেলা হয়নি। শুনেছি একজন আরেকজনকে অসম্মানজনক কথা বলেছিল, তা নিয়েই সামান্য ঝামেলা হয়েছে। তবে দু'পক্ষকে ডেকে পুলিশকে বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলেছি।

রাম মন্দির উদ্বোধনের আগেই অকাল দীপাবলিতে মাতল হাওড়া সদর বিজেপির কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রাত পোহালেই উন্মুক্ত হবে শ্রীরাম মন্দিরের দরজা। অযোধ্যার রাম মন্দিরে রামলালা মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। তার আগেই রবিবার সন্ধ্যা থেকেই অকাল দীপাবলিতে মেতে উঠল হাওড়ার বিজেপি কর্মীরা। হাওড়া ময়দান এলাকা শ্রীরামের ছবি সহ বড় বড় ব্যানার এবং আলোর মালায় সাজানো হয়েছে। গোটা এলাকা আলোয় ঝলমল করছে। অকাল দীপাবলি পালন করা হচ্ছে। বিজেপি কর্মীদের উৎসবের মেজাজে আতসবাজি ফাটাতে থাকেন। সোমবার দিনেও একইভাবে সারাদিন উৎসবে মেতে উঠবেন তারা। রবিবারের এই উৎসব পালন নিয়ে রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি সঞ্জয় সিং বলেন, '৫০০ বছর ধরে হিন্দুরা এই মন্দিরের জন্য লড়াই করছেন। অসংখ্য হিন্দু এর জন্য প্রাণ দিয়েছেন। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা আমাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই মানুষের আবেগকে আটকানো যাচ্ছে না। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রবিবার থেকেই আনন্দে মেতে উঠেছেন।

রামকে নির্বাচনী এজেন্ট বানাচ্ছে বিজেপি, দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি জানে না, দেবাংশুকে পাল্টা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার হাওড়ার রক্তদান শিবিরে এসে নির্বাচনী এজেন্ট বানাচ্ছে বিজেপি এমন অভিযোগ তোলেন তৃণমূলের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'রাম, লদণ, কৃষ্ণ যে কারুর পুজো করতেই পারে। কিন্তু সেই পুজো দেখিয়ে ভোট চেয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার করার চেষ্টা করবেন, তখন সেটা মুশকিল হয়ে যায়। এর মানে আপনি ভগবানকে নির্বাচনী এজেন্ট করে দিচ্ছেন, এতে ভগবানের অপমান।'

যদিও দেবাংশুর বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি সঞ্জয় সিং দাবি করেন, 'যারা ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টি বিষয়ে অজ্ঞ তারাই এই ধরনের বক্তব্য বলেন। পুরুষোত্তম রাম আমাদের ও দেশের আস্থার প্রতীক। ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে এই লড়াইতে সাড়ে তিন লক্ষ সনাতনীর শহিদ হয়েছেন শুধু এই মন্দিরের জন্য। এর মাঝে সাধুরা এই মন্দির পুনরুদ্ধার করলেও তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। সরযূ নদীর তীরের একটি গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যতদিন না রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তারা পাগড়ি ও জুতো পড়বেন না। এটা অনেক বড় লড়াই। আর যারা এটা নিয়ে বলছেন তারা এই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি কিছুই জানেন না।'

সমাজ সংকল্পেই দায়বদ্ধ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নাম অ্যানিমাল পিপল এলিয়ান্স কলকাতা। আর তাদের এই দায়বদ্ধতা থেকে শীতের কুয়াশা ঘেরা রাতে পথের ধারে শুয়ে, বসে থাকা সারমেয়দের বেগতিক যানবাহন থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে যেমন গ্লো কলার পরান তেমনি সংগঠনের সদস্যরা তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে জলাতঙ্ক র হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এদিক কুকুরদের ভ্যাকসিন দেওয়ার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পাঁচবছর ধরে এই ধরণে কল্যাণমূলক কাজ করতে থাকা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এপিএকে সম্প্রতি দেখা গেল কলকাতা কর্পোরেশনের ১২৭ ও১২৮ ওয়ার্ডে । এদিন এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন এপিএকের টিম ও তার মুখ্য আধিকারিক তুষার সরকার, সদস্যা নাফিজা খাতুন, এই অভিযানের সহযোগী শরিক লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা নিউ রয়্যাল এর প্রেসিডেন্ট লায়ন তাপস রঞ্জন সাহা, ট্রেজারার লায়ন মিতা সাহা, লায়ন জয়িতা সরকার সহ অন্যান্যরা।

সপ্তাহান্তে দপ্তর ছাড়তে পারবেন না জেলা প্রশাসন আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার থেকে আগাম না জানিয়ে সপ্তাহান্তে জেলা প্রশাসনের কোনও আধিকারিক নিজের দপ্তরের এলাকা ছাড়তে পারবেন না। শনিবার নবান্ন থেকে সব জেলা শাসকদের এই কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। এদিন থেকে রাজ্য সরকারের জন সংযোগ কর্মসূচি রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচি নিয়ে কোথাও কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব। তিনি ওই বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, কোনও জেলার লাইন ডিপার্টমেন্টের কোনও সরকারি কর্মী, আধিকারিক না জানিয়ে সপ্তাহের শেষে নিজের দপ্তরের এলাকা ছাড়তে পারবেন না। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আগাম অনুমতি নিয়ে তবেই তাঁরা, অন্যত্র যেতে পারবেন।

লাইন ডিপার্টমেন্ট বলতে পূর্ত, কৃষি, খাদ্য-সহ বিভিন্ন জনপরিষেবামূলক দপ্তরকে বোঝানো হয়। এই দপ্তরগুলির কর্মী আধিকারিকদের মধ্যে যাঁদের দূরে বাড়ি, তাঁরা অনেকেই শুক্রবার কাজ শেষে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। সোমবার ফের কাজে যোগ দেন। বেশিরভাগ সময়ে তাঁরা এর জন্য নিয়মমেনে ছুটি নেন না।

রাজ্যের জিডিপির তুলনার বৃদ্ধি পেয়েছে সম্পত্তি কর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত আর্থিক বছরে রাজ্যের জিডিপির তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে সম্পত্তি কর আদায়। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে দিচ্ছে বিশেষ ইনসেনটিভ। কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক এই ইনসেনটিভ বাবদ রাজ্যকে ২০০ কোটি টাকা দিতে চলেছে। রাজ্য প্রশাসনসূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে সব রাজ্যকে জানানো হয়েছিল, রাজ্যের মোট বাৎসরিক উৎপাদনের (এসজিডিপি) তুলনায় সম্পত্তি কর বেশি আদায় হলে, সেই সব রাজ্যগুলিকে বিশেষ ইনসেনটিভ দেওয়া হবে। এ রাজ্যে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে, এসজিডিপি বৃদ্ধি হয়েছে ৯.১৯ শতাংশ। পুরসভাগুলিতে সম্পত্তি কর আদায় হয়েছে রাজ্যের জিডিপি বৃদ্ধির তুলনায় গড়ে ৩০ শতাংশ।

'যদি অযোধ্যর রাম মন্দিরের ভোগের দায়িত্ব পেতাম, তাহলে ঠাকুরের কাজ করে আসতাম'

মন্তব্য বেলুড় মঠের ভোগ তৈরির কারিগর ঘনশ্যাম পাণ্ডার

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে বেলুড় মঠের ভোগ প্রস্তুতের হেঁসেল যিনি দক্ষতার সঙ্গে সামলে আসছেন, শ্রীরাম মন্দিরের দ্বার উদঘাটন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে সেই ঘনশ্যাম পাণ্ডার আক্ষেপ, 'যদি অযোধ্যায় আমি ভোগের দায়িত্ব পেতাম তাহলে ঠাকুরের কাজ করে আসতাম।' যার ব্যবস্থাপনা দেখলে চমকে যান এমবিএ করা তাবড় ম্যানেজমেন্ট কর্তারাও। সালকিয়ার ১০১, ভৈরব ঘটক লেনে টালিতে ছাওয়া ছোট্ট বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এভাবেই নিজের মত ব্যক্ত করলেন সত্তর উর্ধ্ব ঘনশ্যাম বাবু।

ঈশ্বর খান তাই ভোগ নিবেদন আর প্রসাদ বিতরণে গঙ্গাপাড়ের বিশ্ববিখ্যাত সন্ন্যাসী আখড়ায় কোনও দিন কোনও কার্পণ্য হয় না। এমনই তার মাহাত্ম্য। হাজার থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজের হাতেই সব সামলান। প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাগমের খিচুড়ি রান্নার প্রস্তুতিও অবলীলায় সামলেছেন। সারা বছর ৬ হাজার লোক হলেও সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত চারদিনই ৫০ হাজার লোকের জন্য ৩০ কুইন্টাল করে খিচুড়ি রান্না হয়। কুমারী পুজো থাকে বলে অষ্টমীর দিন প্রায় ৬০ কুইন্টাল খিচুড়ি হয় বেলুড় মঠেই। মঠের মূল হেঁসেলের দায়িত্বে থাকেন ঘনশ্যামবাবু। তিনি চাল, ডাল, সবজি মিলিয়ে এ বছর প্রায় ২৫ হাজার কিলো খিচুড়ি তৈরি করেন। ঠাকুর দর্শন এবং পুষ্পাঞ্জলির পর ওই খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়। সেদ্ধ চাল ছাড়াও থাকে দু'হাজার কেজি গোবিন্দ ভোগ চাল, দু'হাজার কেজি মুগ ডাল, ছ'হাজার কেজি আলু, দু'হাজার কেজি গাজর, দু'হাজার কেজি সবুজ মটর। আর থাকে বিট, বিনস, ফুলকপি, আদা, কাঁচা লঙ্কা, গাওয়া ঘি। কয়েকশো কেজি হলুদ, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ইত্যাদিও লাগে। মেনুতে খিচুড়ি ছাড়াও রাখা হয় আলুর দম, চাটনি এবং পায়েস। চার হাজার কেজি বোঁদে এবং ১৭ হাজার পিস গজাও তৈরি করা হয় ভক্তদের দেওয়ার জন্য। ঠাকুরের আশীর্বাদে ঘনশ্যামবাবু দেশ বিদেশের হাজার হাজার ভক্তকে বেলুড় ব্র্যান্ডের খিচুড়ি তৈরি করে খাইয়েছেন। এহেন ঘনশ্যামবাবু বলেন, ' আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলে কোনো অসুবিধা ছিল না। আমার কাছে সেরকম টিম আছে। দায়িত্ব পেলে নিয়ে যেতাম। আমি দেশের বিভিন্ন মন্দিরে ভোগের আয়োজন করেছি। বৃন্দাবন, লখনউ, রায়পুর সহ কুম্ভমেলাতেও ভোগের দায়িত্ব সামলেছি। ভোগের বিশাল মাহাত্ম্য রয়েছে। আমি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছি।' সালকিয়ার ঘনশ্যাম পাণ্ডাই বেলুড় ব্র্যান্ডের খিচুড়ি তৈরির মূল হোতা। ১৯৮৭ সাল থেকে তিনি মঠের খিচুড়ি তৈরির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ঘনশ্যাম বাবু বলেন, 'এই ৩০, ৩১ জানুয়ারি, ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠে ফের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে চলে যেতে হবে।'

তার কথায় ঠাকুর খেতে ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন খাওয়াতেও। যদিও জীবনের শেষ দিনগুলোয় খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। পেটে খিচুড়ির খিদে, অথচ কিচ্ছু মুখে তুলতে পারছেন না। রোগশয্যায় নিজেই বলেছেন একথা। লক্ষ মুখে খাবার কথা বলে অমৃতলোকে গমন করেছিলেন তিনি। তাই আগামীকাল ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দিরে যে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও শ্রদ্ধালুদের সমাগম হবে তাই নিয়ে তিনি বলেন, 'কোনো তফাৎ নেই, এখানে সারাবছর অনুষ্ঠান হয়ে যাচ্ছে, আর ওখানে আরও অনুষ্ঠান হবে।' এতটাই নিজের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার প্রতি আত্মবিশ্বাসী ঘনশ্যাম পাণ্ডা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ জানুয়ারি ২০২৪ ৭ মাঘ ১৪৩০ সোমবার

আইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভা ফাঁকা

নেই চেয়ার, নিঃশব্দে প্রতিবাদ জানালেন নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নেতাজি ইন্ডোরে হচ্ছে রাজনৈতিক দলের সভা। অথচ সেখানে নেই কোনও চেয়ার। ফাঁকা গ্যালারিও। এমন ছবি কখনও কেউ দেখেছেন বলে মনে পড়ে না। তবে এমনই ঘটনা ঘটতে দেখা গেল আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসে। ওয়াকিবহল মহলের দাবি, জমায়েত না করে আসলে নিঃশব্দ প্রতিবাদ করল আইএসএফ। এদিকে বলে রাখা শ্রেয়, ২১-এর আইএসএফ-এর এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০০০ জনের বেশি জমায়েত করা যাবে না, এমনই নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি জানান, 'আমরা কোর্ট অর্ডার মেনে চলব। ১০০০ জন কর্মী সমর্থক ঢুকবেন, আর বাকিরা ঢুকতে পারবেন না, এমনটা হলে তাঁরা মনোক্ষুণ্ণ হবেন, তাই নেতাজি ইন্ডোর ফাঁকাই রাখা হবে।' সঙ্গে তাঁর সংযোজন, গ্রামেগঞ্জে স্ক্রিন লাগিয়ে কর্মীদের কাছে বার্তা দেওয়া হবে। এদিকে নেতাজি ইন্ডোরে ভিতরে ম্যাট পাতা হয়েছে। সঙ্গে এও জানাতে ভোলেননি, কলকাতা পুলিশ বিশেষ ক্যামেরা ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও শুনেছেন তিনি।

এরই পাশাপাশি নওশাদ এও বলেন, 'আমরা কোনও ভাবে কোর্ট অর্ডার অমান্য করব না। বিভিন্ন জায়গায় স্ক্রিন করেছি এর মাধ্যমে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে। মিডিয়া ছাড়া আর হাতে গুনে মঞ্চে নওশাদ সিদ্দিকি সহ ১০ থেকে ১২ জন আইএসএফ কর্মীরা রয়েছে। অর্থাৎ, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কোনও জমায়েত না করে প্রতিবাদ করে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত করল আইএসএফ।

এদিন ইন্ডোরে গিয়ে দেখা যায়, মেঝের উপরে চেয়ার ছাড়া মঞ্চে ম্যাটে বসে রয়েছেন শুধু নওশাদ সিদ্দিকি সহ হাতে গোনা জনা ১২ জন আইএসএফ নেতৃত্ব। এদিকে কলকাতা পুলিশের তরফে বিশেষ ক্যামেরা ব্যবস্থা মাধ্যমে নজরদারি করা হচ্ছে। এমনকী, নেতাজি ইন্ডোরে গেটে বন্ধ করে প্রত্যেকের আইডি কার্ড দেখে তবেই ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল। চেক করা হচ্ছিল গাড়ির নম্বরও।

ভুলে গেলে চলবে না, এক বছর আগে আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন রণক্ষেত্র আকার নিয়েছিল ধর্মতলা চত্বর। হাতিশালায় সেদিন তুমুল সংঘর্ষ বেঁধেছিল আইএসএফ ও তৃণমূলের মধ্যে। ধর্মতলায় নওশাদ বক্তৃতা দেওয়ার সময় আচমকা উত্তপ্ত হয়ে যায়। খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে পুলিশের সঙ্গেও। জমায়েত হঠাতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে পুলিশ। পুলিশকর্মী ও আইএসএফ দু'পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়। সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নওশাদ। দীর্ঘ টানাপড়েনের পরে অবশেষে জামিন পান। সেই আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রথমে ভিক্টরিয়া হাউসের সামনে অনুষ্ঠান করার অনুমতি চেয়েছিল আইএসএফ। তবে সেই অনুমতি পায়নি। এরপর হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চের মারফত নেতাজি ইন্ডোরে সভার অনুমতি পায়। তবে সেখানেও জমায়েতের সদস্য সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয় হাজারে। সেই অনুসারে রবিবার কার্যত নিঃশব্দে প্রতিবাদ করে নেতাজি ইন্ডোরে সভা করল আইএসএফ।

মেঘলা আকাশ, দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে, জবুথবু কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেঘলা আকাশ, স্যাঁতস্যাঁতে বৃষ্টি থেকে রেহাই মিলল না রবিবারেও। মেঘলা আকাশের জেরে রবিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। তবে শনিবার রাত থেকেই তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেলেও স্বাভাবিকের অনেকটাই নিচে রয়েছে দিনের তাপমাত্রা। আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা এরকমই থাকবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বুধবার বদল আসতে পারে আবহাওয়ায়। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে এও জানানো হয়েছে, জাঁকিয়ে শীতে কাঁটা সাগরের বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত। বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে জলীয় বাষ্প ঢুকেই চলেছে। সে কারণেই এই অবস্থা। কিছুটা বেড়ে এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জানা যাচ্ছে, আপাতত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আর খুব একটা কমবে না। এরই আশপাশে ঘোরাফেরা করবে। তবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচেই থাকবে। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। এদিন সকাল থেকেই কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী সমস্ত জেলাতেই চলছে কুয়াশার দাপট ছিল।

আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে।তবে মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলির আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। এদিকে সকালের দিকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলারই আবহাওয়া কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে বলেও জানানো হয়েছে আবহাওয়া দপ্তর থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বুধবার তিনটি জেলা অর্থাৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টি হবে। বাকি জেলাগুলিতে বৃষ্টি হবে না। বুধবারের পর থেকে আপাতত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় আর বৃষ্টি হবে না।

রাম মন্দির উদ্বোধন সাড়ম্বরে পালিত হবে রাজারহাটের ইউনিওয়ার্ল্ড সিটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজারহাট: সোমবার অযোধ্যায় ঐতিহাসিক রাম মন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে গোটা দেশ এখন রাম নামে উদ্বেলিত। যার থেকে বাদ পড়ছে না শহর কলকাতাও। কলকাতাতেও রাম মন্দির এবং রামকে যাঁরা ভগবান রূপে মানেন এমন ব্যক্তিরা তাঁরা রামের প্রতি তাঁদের তাদের নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ করছেন ভক্তিভরে।

সোমবারের রাম মন্দির উদ্বোধন নিয়ে কলকাতা শহরেও নজরে আসছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। যা নজরে এল রাজারহাটের ইউনিওয়ার্ল্ড সিটিতে পা রাখতেই। ইউনিওয়ার্ল্ড সিটিতে নীতা মিশ্র, শায়লা মিশ্র, নম্রতা মেহরানা এবং শগুন সিং একসঙ্গে রাম মন্দিরের একটি বিশাল রঙ্গোলি তৈরি করেছেন। রঙ্গোলির সৌন্দর্য এককথায় নজর কাড়া।

এই প্রসঙ্গে নীতা মিশ্র জানান, তাঁর আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল ২১ জানুয়ারি নিজেই এই রঙ্গোলিটি সম্পূর্ণ করবেন যাতে ২২ শে জানুয়ারি যে প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়েছে তাতে অংশ নেওয়া প্রত্যেকেই সবাই এই রঙ্গোলিটি দেখতে পারেন। একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, এই রঙ্গোলি তৈরি করতে গিয়ে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে দিয়ে যে মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেছেন ঠিক তেমনই আনন্দ অনুভব করবেন যাঁরা এই রঙ্গোলি ২২ তারিখ সকালে চাক্ষুষ করবেন তাঁরাও। এরই পাশাপাশি নীতা এও জানাতে ভোলেননি যে, শায়লা, শগুন এবং নম্রতা এই রঙ্গোলিটি সম্পূর্ণ করতে তাকে সম্পূর্ণ সহায়তা করেছেন। আর তাঁদের সহযোগিতাতেই এই অসাধারণ রঙ্গোলিটি শেষ করা সম্ভব হয়েছে মাত্র তিন ঘণ্টায়। সঙ্গে এও জানান, সোমবার এই রঙ্গোলিকে ৫০০ প্রদীপে সাজিয়ে রাম মন্দিরের উদ্বোধনকে সাড়ম্বরে পালন করা হবে।

যাদবপুর রামপুজোর আয়োজন নিয়ে তৈরি হচ্ছে বিতর্ক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: রাম পুজোর আয়োজন করা হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও। দেখানো হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও। গান্ধি ভবনের সামনে দুপুর ১২টা ৩০ থেকে স্ক্রিনিং হওয়ার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে একটি পোস্টার ঘুরতে দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল পাড়ায়। সেখানে যদিও উদ্যোক্তা হিসাবে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের নাম নেই। আয়োজক হিসাবে লেখা রয়েছে, 'জেইউ স্টুডেন্টস'। যা নিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে তাঁরা এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু জানেন না। এই প্রসঙ্গে এসএফআই নেত্রী আফরিন জানান, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ মনোভাবের পড়ুয়ারা বেশি। একজন ছাত্রের উদ্যোগে এই স্ক্রিনিং হওয়ার কথা। ধর্মীয় উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এটা যাদবপুরের সংস্কৃতি নয়। বিভাজনমূলক রাজনীতি যাদবপুরে চলবে না। আমরা যতটুকু জানি, কর্তৃপক্ষও এর অনুমতি দেয়নি। ছাত্রছাত্রীরা বয়কট করবে।' এদিকে এই প্রসঙ্গে এবিভিপি নেতা দেবাঞ্জন পালের অবস্থান একেবারে ১৮০ ডিগ্রিতে। তিনি বামেদের কাঠগড়ায় তুলে বলেন, 'যাদবপুরে র‍্যাগিং করা কিছু ছাত্রছাত্রী রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার স্ক্রিনিং আটকাতে চাইছে। রাম মন্দির শুধু হিন্দু নয়, গোটা দেশের আবেগ। সবাই রাম মন্দিরের জয়গান করছে। সেখানে র‍্যাগিং করা যাদবপুরের কয়েকজন কম বয়সি ছেলে স্ক্রিনিং আটকাতে পারবে না।' তবে, এই প্রসঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্য হালদারের গলায় মেলে হাজারো প্রশ্ন। প্রশ্ন তোলেন, বামেদের ভূমিকা নিয়েও। স্পষ্ট জানান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রগতিশিলতার কথা বলে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় একটি ধর্মনিরপেক্ষ ক্যাম্পাস। সেখানে ধর্মীয় উস্কানির কোনও স্থান নেই। এই স্ক্রিনিংটা হওয়া উচিত নয়। আর এখানেই রাজন্যর প্রশ্ন, বাম ছাত্র সংগঠনগুলি এত উদাসীন কেন তা নিয়েও। সব বিষয়ে যারা আন্দোলন করে, তারা এখন রাস্তায় কোথায় সে ব্যাপারেও।

এদিকে এ ব্যাপারে কড়া প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা গেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকেও। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পার্থ প্রতিম রায় ইতিমধ্যে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেখানে কর্তৃপক্ষকে দেওয়া আবেদনে লেখা হয়েছে, 'দেশপ্রেমের আদর্শ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার আদর্শকেই বহন করছে। আমরা চাই এমন কোনো ঘটনা যাতে ক্যাম্পাসে সেদিন না ঘটে যা শান্তি-সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যের পরিবেশ বিঘ্নিত করে।'

জেলে কমোডের 'আবদার' শংকরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জেলে কমোডের আবদার রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত শংকর আঢ্যর। ইডি হেপাজত শেষে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। জেলে এক রাত না কাটতেই কমোডের আবদার শংকর আঢ্যর। ইডি হেপাজত শেষে শনিবার ব্যাংকশাল আদালতে পেশ করা হয় রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত শংকর আঢ্যকে। বিচারক তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেপাজতে থাকবেন তিনি। শনিবার বিকেলেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে। ইডি হেপাজত শেষে জেলে সদ্যই প্রথম রাত কেটেছে রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত শংকর আঢ্যর। প্রেসিডেন্সি জেলের তেইশ-চুয়াল্লিশ সেল ব্লকে রাখা হয়েছে তাঁকে। জেলে আবদারের

শেষ নেই বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধানের। সূত্রের খবর, ভালো খাবার যেমন চাইছেন, তেমনই আবার পরিষ্কার কমোডওয়ালা শৌচালয়ের বায়না করছেন তৃণমূল নেতা।

ভিন রাজ্যে ব্যাংক প্রতারণার মামলায় ইডির অভিযান কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভিন রাজ্যের ব্যাংক প্রতারণা মামলায় রবিবার শহরের দুই জায়গায় অভিযান চালালেন এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের আধিকারিকেরা। ইডি সূত্রে খবর, এদিন চিনার পার্ক সংলগ্ন একটি অফিস ও এক হাউজিংয়ের একটি ফ্ল্যাটে হানা দেয় ইডির দল। সূত্রের খবর, দিল্লির ব্যাংক প্রতারণা মামলার ঘটনার তদন্তে ইডি আধিকারিকদের এই তল্লাশি অভিযান। চিনার পার্ক সংলগ্ন পিএস এভিয়েটর বিল্ডিংয়ের পাঁচতলার একটি অফিসে তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। এদিকে সূত্রে খবর, রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় এই অফিস এদিন বন্ধ ছিল। দীর্ঘক্ষণ ইডি আধিকারিকরা সেই অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। পাশাপাশি গ্রিনউড হাউজিং কমপ্লেক্সের একটি ফ্ল্যাটেও একই মামলায় তল্লাশি অভিযান চালান ইডি আধিকারিকরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই ফ্ল্যাটটি ঋষি সিং নামে এক ব্যক্তির নামে। তিনি আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এর আগেও ব্যাংক প্রতারণাকাণ্ডে কলকাতায় হানা দিয়েছে ইডি। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তের বাড়িতে আগেই তল্লাশি চালায় ইডি। সেখান থেকে বিভিন্ন নথি উঠে আসে বলে খবর। সেই নথি খতিয়ে দেখেই তাঁর সঙ্গী ঋষি সিংয়ের আবাসনে এদিন হানা দেয় ইডি। সূত্রের খবর, ঋষি সিং এদিন প্রথমে ফ্ল্যাটে ছিলেন না। পরে খবর পেয়ে তিনি আসেন। এদিকে চিনার পার্কের যে অফিসে ইডির আধিকারিকরা এসেছিলেন তাঁরা, প্রায় ৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর তারা বেরিয়ে যান।

'কার-নিভাল' ক্যালেন্ডারে প্রকাশ পেল কিংবদন্তি অভিনেতা-শিল্পীদের উপস্থিতিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা ওল্ড সিটি আয়োজিত 'ড্রাইভ হৃদয়া' কার র‍্যালি হল। কলকাতার সবচেয়ে বড় কার র‍্যালিগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি। এবার তার পঞ্চম বছর, এটা একটি রোমাঞ্চকর গাড়ি। এই র‍্যালির অন্যতম আকর্ষণ হল ট্রেজার হান্ট। আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জীবন স্পর্শ করার জন্য এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য হার্ট অপারেশনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে আসছে। এই উদ্যোগকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে সুরজিৎ কালার সঙ্গে যৌথভাবে একটি নজরকাড়া ক্যালেন্ডার 'কার-নিভাল' প্রকাশ করা হল, যেখানে ফিল্ম এবং মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সেলিব্রিটিরা তাঁদের প্রিয় গাড়ি নিয়ে এই ড্রাইভে যোগ দেন। ২১ জানুয়ারি স্প্রিং ক্লাব থেকে এই অভিনব কার র‍্যালির যাত্রা শুরু হয়। ক্যালেন্ডার প্রকাশ করলেন বিশিষ্ট অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, তথাগত মুখোপাধ্যায়, রাজ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সুদর্শন চক্রবর্তী প্রমুখ।

'চলতি কা নাম' গাড়ির ভিনটেজ কারের সঙ্গে কিশোর কুমার হন, কিংবা অমিতাভ বচ্চন এবং অনিল কাপুর একটি বড় রোলস রয়েসের সঙ্গে পোজ দিচ্ছেন এমন মুহূর্ত রয়েছে। এই অনন্য ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা ওল্ড সিটি তাদের উদ্যোগ 'ড্রাইভ হৃদয়া' সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত ৪৮ টি শিশু এই উদ্যোগের ফলে সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন যাপন করছেন। আগামী দিনে লক্ষ্য আরো শিশুদের এই সুযোগ পৌঁছে দেওয়া।

হৃদয়ার চেয়ারম্যান সুরজিৎ কালা জানালেন, আমাদের লক্ষ্য হল আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া বাচ্চাদের হৃদয়কে শক্তিশালী রাখা, এবং এই কার ড্রাইভের মাধ্যমে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। এবার প্রায় দু'শোটি গাড়ি র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।'

সরকারি-বেসরকারি পরিবহণের হাত ধরে রবিবারে বইমেলায় জনপ্লাবন

শুভাশিস বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হওয়ার পর ২১ জানুয়ারি ছিল প্রথম রবিবার। বইমেলা যবে থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই শনিবার, রবিবার বা ছুটির দিনে মানুষের ঢল নামে বইমেলা চত্বরে। ফলে ২১ জানুয়ারিও এর থেকে বাদ পড়েনি। সঙ্গে এদিন বইমেলায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিশুদিবসের অনুষ্ঠান। ফলে কচিকাচাদের এদিন বইমেলায় এটা ছিল এক উপরি পাওয়ার দিনও। এবারের বইমেলার শুরু থেকে গিল্ডের তরফ থেকে যে কটি ইস্যুর ওপর বেশ জোর দিয়েছে তার মধ্যে একটা নিশ্চয়ই পরিবহণ। ছুটির দিনে গিল্ডের মাথাব্যথা যে পার্কিং সমস্যা তা কিন্তু অকপটে স্বীকার করে নিতে দেখা গিয়েছিল গিল্ডের কর্তাদেরই। আর এই কথা মাথায় রেখেই বইমেলা শুরু হওয়ার আগেও সাংবাদিক বৈঠকে গিল্ডের তরফ থেকে এ অনুরোধও করা হয়েছিল সল্টলেক এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে যাঁরা আসবেন তাঁরা দয়া করে যেন অটো বা বাসের মতো লোকাল ট্র্যান্সপোর্ট ব্যবহার করেন। এই অনুরোধ কতটা শুনেছেন কলকাতার বইপ্রেমীরা তা বোঝা সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে এবার বইমেলায় আসতে বিশেষ

দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে না বইপ্রেমীদের। কারণ, একদিকে যেমন রয়েছে মেট্রো আবার অন্যদিকে বাড়ানো হয়েছে সরকারি বাসের সংখ্যাও। সঙ্গে রয়েছে বেসরকারি বাস পরিবহণও এবং অটোও। অটো বা টোটোতে করুণাময়ী পৌঁছে যাওয়ার সহজ দুটি রাস্তা রয়েছে বাইপাস থেকে। একটা রাস্তা হল লেকটাউন ব্রিজ পার করে টোটো ধরে নিয়ে বইমেলা প্রাঙ্গণের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া। অপর একটি রাস্তা রয়েছে কেষ্টপুরে নেমে খাল পার করে অটো ধরে নেওয়া। ফলে এই দুটো রুটকে বেছে নিতে দেখা গেছে এলাকার মানুষজনকে।

এছাড়াও আরও দুটি সহজ রাস্তা এবার রয়েছে বইপ্রেমীদের কাছে কলকাতা বইমেলায় পৌঁছনোর। যাঁরা কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে রেলপথে এসেছেন তাঁদের একটা বিরাট অংশ নেমেছেন বিধাননগর রেল স্টেশনে। আর অপর অংশটি এসে পৌঁছেছে শিয়ালদাতে। বিধাননগর রেল স্টেশনে যাঁরা নেমেছেন তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এটা বোঝা গেছে যে, শিয়ালদা থেকে খুব সহজে যে মেট্রোতে করুণাময়ী পৌঁছে যাওয়া যায় সে সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল নন তাঁরা। আবার একটি অংশ যাঁরা জানেন এই মেট্রো সংযোগের কথা, তাঁরা আবার চিরাচরিত অটোর রুটকেই প্রথম পছন্দে রেখেছেন। কারণ, তাঁরা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন ইস্ট-ওয়েস্টের মেট্রোর ভিড়। এদিকে শিয়ালদা, উল্টোডাঙা, বেলেঘাটা বাইপাস কানেক্টর, চিংড়িহাটা থেকেও বহু বেসরকারি বাসের অভিমুখ ছিল বইমেলার দিকে। ছুটির দিন হলেও এই সব বেসরকারি বাসেও ছিল বেশ ভিড়। খুব সহজ কথায় বলতে গেলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না এই সব বাসে।

অন্যান্যবার এই বইমেলা উপলক্ষ্যে অটোচালকদের ভাড়ার যে বিপুল চাহিদা থাকে তা রবিবার চোখে পড়েনি। চিংড়িহাটা থেকে অটো বুক করে অনেকেই পৌঁছেছেন বইমেলা চত্বরে। আর উল্টোডাঙা থেকেও বইমেলা যাওয়ার জন্যও মিলেছে অটো। এখানে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। কারণ, বইমেলা শুরু হওয়ার ঠিক আগে পরিবহণভবনে একা সাংবাদিক বৈঠকে তিনি হুঁশিয়ারির সুরেই জানিয়েছিলেন, ভাড়া নিয়ে অটো চালকেরা সমস্যা তৈরি করলে নেওয়া হবে কড়া পদক্ষেপ। এই হুঁশিয়ারিতে যে কাজ হয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে বইমেলার প্রথম রবিবারেই। তবে এখনও বেশ কয়েকটা দিন বাকি এই বইমেলার। শেষ পর্যন্ত কি ঘটে এখন সেটাই দেখার।

কলকাতা জেলার এসএফআই-এর সম্পাদক এবং সভাপতি পদে দুই বঙ্গকন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা জেলা এসএফআই- এর নতুন সম্পাদক হলেন দিধীতি রায়। সভাপতি হয়েছেন বর্ণনা মুখোপাধ্যায়। অতীতে একসঙ্গে এসএফআই- এর কোনও জেলা কমিটির সম্পাদক আর সভাপতির দায়িত্ব মেয়েদের হাতে গিয়েছে বলে কেউ মনে করতে পারছেন না। স্বাভাবিক ভাবেই এই পদক্ষেপ থেকে এটা স্পষ্ট যে , এসএফআই-এর রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের নানা পথকে ভেঙে নতুন ছকে হাঁটছে তাঁরা। সেই পথেই নব সংযোজন কলকাতা জেলা কমিটির পদাধিকারীরা।

এসএফআইয়ের ইতিহাসে বাংলায় কখনও কোনও জেলায় একসঙ্গে দুই শীর্ষপদে মহিলা মুখ্য দায়িত্ব পায়নি। দেশেও কোনও জেলায় এমন নজির রয়েছে কি না অনেকেই মনে করে বলতে পারছেন না। এই ঘটনাকে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিচ্ছেন সিপিএমের ছাত্রনেতারা। কিন্তু আবার এই 'ঐতিহাসিক' সম্মেলনকে কেন্দ্র করেই কলকাতা জেলা সিপিএমের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সামনে চলে এসেছে। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, এর প্রভাব ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনে পড়বে কি না তা নিয়ে। কলকাতা সিপিএমে 'কট্টরপন্থী'দেরই পাল্লাভারী। কয়েক বছর আগে সিপিএমের কলকাতা জেলা সম্মেলনে মধ্যরাত পর্যন্ত ভোটাভুটি দলের মধ্যে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। সেই সময়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট চেয়েছিল অধুনা প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়কে জেলা সম্পাদক করতে। কিন্তু পাল্টা নাম এনে কল্লোল মজুমদারকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে জেলা সম্পাদক করা হয়েছিল। সেই থেকে তাঁরাই জেলা কমিটি ও সম্পাদকমণ্ডলীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এবারের ছাত্র সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সেই শিবিরেই ভাঙন ধরেছে বলে খবর।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বছর তিনেক কলকাতা জেলা এসএফআই-এর সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন আতিফ নিসার। সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন দেবাঞ্জন দে। এবার একযোগে সংগঠনের দুই মহিলা কর্মীর কাঁধে গেল গুরুদায়িত্ব। দলীয় সংগঠনে মহিলাদের উপস্থিতি নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তাদের ভূমিকায়। এমনকী, সম্প্রতি প্রকাশিত এক পার্টি চিঠিতেও এই ঘটনা সামনে আসে। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশও করেন পার্টির একাংশ। চিঠিতে সমালোচনা করা হয় শাখা থেকে রাজ্য কমিটির সক্রিয়তা নিয়ে। একইসঙ্গে সমালোচনা করা হয়েছে শাখা, এরিয়া, জেলা ও রাজ্য কমিটির সক্রিয়তা নিয়েও। পাশাপাশি মাঠে ময়দানে আন্দোলনে তরুণদের উপস্থিতি চোখে পড়লেও তাঁদের দলীয় সদস্যপদ নেওয়া বা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে যত্ন পরিচর্যার প্রয়োজন, তা নিয়ে গুরুতর দুর্বলতা ও ঘাটতি থাকছে তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এই চিঠিতে। এরপরই দুই মেয়ের ওপর ভরসা রাখায় এটা নিশ্চিত যে করে কলকাতার ছাত্র সংগঠনকে আরও গোছাতে চায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, নবীন প্রজন্মকে এগিয়ে দিয়ে পিছনে থাকতে চাইছেন মহম্মদ সেলিম, বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্ররা। আর এই ছবি ধরা পড়ে সম্প্রতি হয়ে যাওয়া ব্রিগেডেও। তবে পার্টি চিঠিতে তার বিপরীত চিত্রের কথাই উঠে এসেছে।

সম্পাদকীয়

মনের বিভেদ দূর করে অকারণে বিভেদের রাজনীতি ছাড়তে হবে

ভারতীয় রাজনীতিতে ভোট বড় বালাই। সর্বদাই একটা অঙ্ক কাজ করে, কী ভাবে ভোটে জয়ী হওয়া সম্ভব। অনেকে মনে করেন, সামগ্রিক উন্নয়ন হলে তবেই দেশের অগ্রগতি সম্ভব। দেশের পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলে দেশ সচল থাকবে। আবার অনেকে মনে করেন, দুঃস্থ নাগরিকদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সমস্যা হল, এত প্রকল্প চালু করার পরেও জনগণের মন পাওয়া যাচ্ছে না। ধর্মীয় আবেগের আশ্রয় নিলে সহজে মানুষের কাছাকাছি আসা যায়, এমন ভাবনা অনেক দেশেই রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেখা গিয়েছে। আমরা দেখতে পেলাম, কেবলমাত্র সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কাছে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তারা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করল। ফলত, ভারতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ ভোটার তাঁদের অবস্থান স্থির করে নিলেন। অঙ্কের হিসাবে ভারতে একশোর অধিক লোকসভা আসনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, যদি তাঁরা একজোট হন। স্বাভাবিক ভাবেই 'পসমন্দা' নিয়ে নতুন চিত্রনাট্য মুক্তি পেয়েছে। সবার আগে মানুষের মনের মধ্যে বিভেদ দূর করা প্রয়োজন, অকারণে বিভেদের রাজনীতি আমাদেরকে আরও পিছিয়ে দিচ্ছে। যদি সত্যিই মুসলিমদের জন্য কিছু করার প্রয়োজন বোধ করেন শাসক দলের নেতারা, তা হলে প্রথমে নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করুন। সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়ার কারণ নির্ণয় করে উত্তরণের উপায় বার করুন। যেখানে পিছিয়ে, সেখানে আরও নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করে সমতা ফিরিয়ে আনুন। তা না হলে পসমন্দা, অর্থাৎ পশ্চাৎপদ মুসলিমদের ভোট টানার জন্য তাদের প্রতি বিজেপির মনোযোগ যে একটা রাজনৈতিক অঙ্ক, তা বুঝতে রকেট বিজ্ঞানী হওয়ার দরকার নেই। গ্রামে একটা প্রবাদ আছে, ভিক্ষার দরকার নেই, কুকুর সামলান। বিজেপির পসমন্দা পর্বের অনেকটাই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে সেই প্রবাদের সঙ্গে।

আনন্দকথা

নহবতের নিচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানী ও পর শ্রীশ্রীমা থাকিতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ও বকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে পরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানীর গঙ্গালাভ হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

বকুলতলার আরও কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেব অনেক সাধনা করিয়াছিলন,আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে এখানে এখানে সর্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখন কখন উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি— বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, ১আমলকী ও বিল্ব — ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখান রজঃ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্বগায়ে একখানি কুটির নির্মাণ করাইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুটির এক্ষণে পাকা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

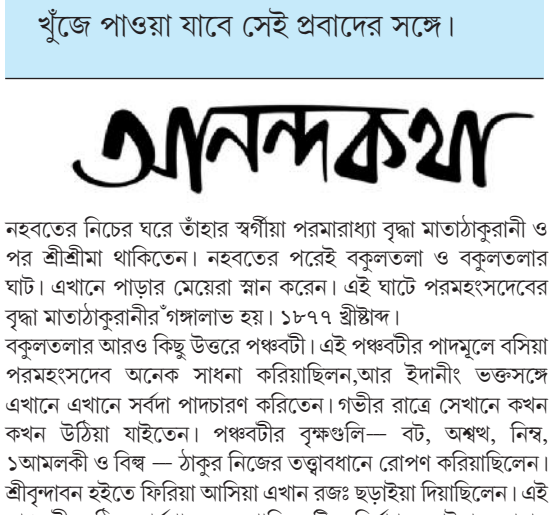

মানিক সরকার

১৯৪৯ *বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ মানিক সরকারের জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক শান্তনু মৈত্রর জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নম্রতা শিরোদকরের জন্মদিন।*

রামমন্দির ও রাজধর্ম

শুভজিৎ বসাক

রামচন্দ্রকে নিয়ে যে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উস্কানি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে তা আসলে সামগ্রিক পরিসরে অজ্ঞতার প্রতিরূপ ছাড়া কিছুই নয়। যা চিরকালীন তাকে নিয়ে রাজনীতি শব্দটাই বেমানান চিরতরে, বিরোধীদের চিল চিৎকার একে অচিরেই ধর্মের মোড়কে মুড়ে দিয়েছে আর কিছুই না। কেন্দ্রীয় সরকারও সেই মর্মে বিষয়টিকে আরও রাজনৈতিক আঙ্গিকে ভরিয়ে তুলছে। বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, ধর্মীয় ব্যবধান প্রাধান্য পাচ্ছে যা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী নয়। অতীতের ঘটনা থেকে সংযত থাকা প্রত্যেকের কর্তব্য, এতে সমৃদ্ধি ঘটে না বরং বিভাজন সৃষ্টির কারণ হয়ে দেখা দেয়। সনাতনী ভাবাদর্শপূর্ণ ভারতে বরং রামের আদর্শ, ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যা কিছু হলেও উৎকর্ষতার ছাপ রেখে যায়।

'রাম' এবং 'রাজনীতি' শব্দদুটি বস্তুত দুটি পরস্পর আপতিত ছায়া। রামকেন্দ্রিক অতি সংবেদনশীলতার বর্তমান রাজনৈতিক চরিত্র খুব অস্পষ্ট নয়। তবুও রাম এবং রাজনীতি হয়ত রাম কথার জন্মের সময় থেকেই পরস্পরলগ্ন। একে অন্যে সম্পৃক্ত। প্রথমত, এ কথা আজ সম্ভবত অস্বীকারের কোনো জায়গা নেই যে রামায়ণ একটি আদ্যন্ত রাজনৈতিক আখ্যান। রাম মূলে একজন ক্ষত্রিয়বীর রাজা। তাঁর অবতারত্ব পরবর্তী প্রক্ষেপ।

হিন্দুধর্মে অবতার, আক্ষরিক অর্থে অবতরণকারী বলতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে স্বেচ্ছায় মর্ত্যে অবতীর্ণ পরম সত্ত্বাকে বোঝায়। কেবলমাত্র পরম সত্ত্বা বা পরমেশ্বরের অবতারগুলিই ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল অবতার সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও অতিলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। অন্যান্য অবতারগুলি ঈশ্বরের গৌণ সত্ত্বার রূপ অথবা কোনো গৌণ দেবদেবীর অবতার। এই শব্দটি হিন্দুধর্মে মূলত বিষ্ণুর অবতারদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। হিন্দুধর্মের অন্যতম বৃহৎ শাখা বৈষ্ণবধর্মে এই সকল অবতারের পূজার বিধান রয়েছে। বৈষ্ণবরা বিষ্ণুর দশাবতারকে পরমেশ্বরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে কল্পনা করেন। পুরাণে শিব ও গণেশের অবতারের কথাও পাওয়া যায়। গণেশ পুরাণ ও মুদগল পুরাণ-এ গণেশের অবতারসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তবে এই সকল অবতারের তুলনায় হিন্দুধর্মে বিষ্ণুর অবতারগণের গুরুত্ব অধিক।

গরুড় পুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা উল্লিখিত হলেও ভাগবত পুরাণ,এর প্রথম স্কন্দে সংখ্যাক্রম অনুসারে বিষ্ণুর যে পঁচিশ অবতারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যার রামচন্দ্র এক অবতার। আর তাঁকে নিয়ে ধর্মের রং চড়ানো অপ্রাসঙ্গিক। বরং তাঁকে জানা উৎকৃষ্ট রাজনীতিকের আদর্শের সমার্থক হতে পারে।

এবারে আসা যাক হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে প্রচলিত অর্থে যাকে হিন্দুধর্ম বলা হয়, তা মূলত সনাতন ধর্ম। 'সনাতন' শব্দের অর্থ শাশ্বত বা চিরন্তন; অর্থাৎ যা আগে ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে তাই সনাতন। হিন্দুধর্মের নির্দিষ্ট কোনো শুরু বা একক কোনো প্রবর্তক নেই। যুগযুগ ধরে মুনি-ঋষি এবং মহামনীষীরা জীবন, জগৎ ও জগতের স্রষ্টা সম্পর্কে যেসব চিন্তা-ভাবনা করেছেন, সেসবেরই সমন্বিত রূপ হিন্দুধর্ম। তাঁদের চিন্তা-ভাবনা প্রথম বেদের আকারে প্রকাশ পায় এবং পরে এই বেদের ওপর ভিত্তি করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটে; তাই এ ধর্মের অপর নাম হয় বৈদিক ধর্ম।

অতএব রামচন্দ্রকে নিয়ে যে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উস্কানি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে তা আসলে সামগ্রিক পরিসরে অজ্ঞতার প্রতিরূপ ছাড়া কিছুই নয়। যা চিরকালীন তাকে নিয়ে রাজনীতি শব্দটাই বেমানান চিরতরে, বিরোধীদের চিল চিৎকার একে অচিরেই ধর্মের মোড়কে মুড়ে দিয়েছে আর কিছুই না। কেন্দ্রীয় সরকারও সেই মর্মে বিষয়টিকে আরও রাজনৈতিক আঙ্গিকে ভরিয়ে তুলছে। বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, ধর্মীয় ব্যবধান প্রাধান্য পাচ্ছে যা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী নয়। অতীতের ঘটনা থেকে সংযত থাকা প্রত্যেকের কর্তব্য, এতে সমৃদ্ধি ঘটে না বরং বিভাজন সৃষ্টির কারণ হয়ে দেখা দেয়। সনাতনী ভাবাদর্শপূর্ণ ভারতে বরং রামের আদর্শ, ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যা কিছু হলেও উৎকর্ষতার ছাপ রেখে যায়।

যেমন রামায়ণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় চরিত্র হল লঙ্কারাজ রাবণ। রাজা হলেও রাবণ রাক্ষস বংশের রাজা ছিলেন। জৈন শাস্ত্রে রাবণকে প্রতি-নারায়ণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিষ্ণুকেও নারায়ণ বলা হয়। প্রতি নারায়ণ মানে সমশক্তিধর অবতার। এই কারণেই রাবণের নামও জৈন ধর্মের ৬৪ শলাক পুরুষের অন্তর্ভুক্ত। রাবণ ব্রহ্মা সহ বহু বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন। রামচন্দ্র সেই বিষয়ে অবগত ছিলেন। তাই রাম ও রাবণের মধ্যে যুদ্ধে যখন রাবণ পরাজিত হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়ে ছিলেন সেইসময়ে রাবণ রামকে লক্ষ্মণকে শিক্ষা দিতে বলেন। কারণ রামও জানতেন যে রাবণ এই জগতের নীতি, রাজনীতি ও ক্ষমতার বড় পণ্ডিত। তাই রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন রাবণের কাছে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে জীবন সম্পর্কিত এমন শিক্ষা গ্রহণ করতে যা অন্য কেউ তাঁকে দিতে পারবে না। ভগবান রামের কথা শুনে লক্ষ্মণ গিয়ে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকা রাবণের মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও রাবণ কিছু না বলায় লক্ষ্মণ রামের কাছে ফিরে এসে বলেন যে তিনি রাবণের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরেও কিছু বললেন না। তখন রাম উত্তর দেন যে কারওর কাছ থেকে জ্ঞান পেতে হলে মাথার কাছে নয়, পায়ের কাছে দাঁড়াতে হবে। এরপর লক্ষ্মণ আবার রাবণের পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মৃত্যুর আগে রাবণ লক্ষ্মণকে যা বলেছিলেন যে নিজের শক্তি ও বীরত্বে এতটা গর্বিত হওয়া বা এমন অন্ধ হওয়া উচিত নয় যে শত্রুকে তুচ্ছ মনে হতে শুরু করে।শত্রু ও বন্ধুর মধ্যে বোঝাপড়া থাকতে হবে। অনেক সময় আমরা শত্রুকে আমাদের বন্ধু মনে করি, যারা পরবর্তীকালে আমাদের শত্রু হিসেবেই সামনে আসে। অন্যদিকে, আমরা যাদের শত্রু ভেবে বিচ্ছিন্ন করি, তারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। এছাড়া আরও বলেন যে কারও জীবনের গভীর রহস্য সম্পর্কে কাউকে বলা উচিত নয় সে আপনার যতই কাছের হোক না কেন। কারণ লঙ্কায় থাকাকালীন বিভীষণ রাবণের শুভাকাঙ্খী ছিলেন এবং রামের আশ্রয়ে গেলে তিনি আমার সর্বনাশের কারণ হয়েছিলেন। রাবণের শেষ উপদেশ ছিল, অন্য কোনো নারীর প্রতি কোনো খারাপ দৃষ্টি রাখা চলবে না। কারণ যে ব্যক্তি অপরিচিত নারীর প্রতি কুদৃষ্টি রাখে সে ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব রাম নিয়ে রাজনীতি তাঁকে অচিরেই দেবতার স্থানাভিষিক্ত করে দ্বন্দ্বের পর্যায়ে ফেলছে যেখানে রাম নিজে এক উদার ও উর্বর মনস্ক রাজনীতিক বললেও ভুল হয় না। তিনি তাঁর পরিবারবর্গ, মিত্র, শত্রুপক্ষ, প্রজা সকলকেই সমাদর করে গিয়েছেন, আদেশের মান্যতা ও আদর্শ রক্ষা বিষয়গুলো শক্ত কিন্তু তার ওপরে কিছুই নেই সেটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে ও করিয়ে গিয়েছেন। নিজের সাফল্যে অন্যের অদক্ষতা যাচাই করে নিজেকে সংযত করাও রাজধর্ম। অতএব রামচন্দ্রকে হিন্দু দেবতা না ভেবে এক আদর্শ রাজা ভাবলেই মঙ্গল, রাজার দেখানো পথ তাঁর দেশের প্রজাদের পাথেয় হোক, ক্ষতি কি! কোথাও তো বলা হচ্ছে না যে রামমন্দির প্রতিষ্ঠা হলে তা বিজ্ঞান বিরোধী বা প্রতিষ্ঠান বিরোধী মতামতের সমার্থক! আবার রাম যখন বিষ্ণুর অবতার তখন মন্দিরে মন্দিরে বিষ্ণুর শালগ্রাম শিলা আরাধনা করা মানে তাঁর সমস্ত অবতারকে একযোগে স্মরণ করার সামিল। আমরা যারা সনাতনী ধর্মে বিশ্বাসী তারা এর সাক্ষী বহুবার হয়েছি, হইও। সর্বোপরি ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ, হিন্দুধর্মের সংজ্ঞানুযায়ী যা চিরন্তন তাইই যদি হিন্দুত্ববাদ হয় তাহলে দেবত্ববাদ এখানে আলোচনা করা অহেতুক। ভারতে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের সমাদর করা হয় যে যতই বলুক তার অন্যথা নেই। ভারতে যা চিরন্তন অর্থাৎ যা প্রাচীন, যা ভবিষ্যতের সামিল তাকে তুলে ধরতে অসুবিধা থাকার কথা নয়, সেরকমভাবেই প্রাচীন থেকে আধুনিক যুগের নানা স্থাপত্য এই দেশের গৌরবান্বিত সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাহলে এইমুহূর্তে অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে অযথা বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক এবং সরকারেরও কর্তব্য একে নিয়ে অহেতুক বিতর্ককে আলোচিত প্রসঙ্গে না আনা, বিভ্রম সৃষ্টি না করা আর তখনই সনাতনী ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আন্তর্জাতিক জলপথে সামরিক সংকটের অবসান আশু প্রয়োজন

অর্ক গোস্বামী

ভয়াবহ ঝড় উঠছে বিশ্বের জলভাগে যাদের পোশাকি নাম খাল, সাগর, এবং মহাসাগর। তবে এর কারন প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা নয়, বরং বলা যায় এর উৎস মানুষের ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টার মধ্যে কয়েকদশক যাবৎ সুপ্ত ছিলো। লোহিত সাগরে হুথি গোষ্ঠী বিভিন্ন দেশের পণ্যবাহী জাহাজ লক্ষ্য করে বিগত কয়েক সপ্তাহে ডজন খানেক আক্রমন শাঁনিয়েছে। অপরদিকে যুদ্ধ জাহাজে সজ্জিত কৃষ্ণ সাগর এখন মরনফাঁদে পরিনত হয়েছে; ইউক্রেন চাইবে এইবছরের মধ্যে রাশিয়ার নৌবাহিনী কে সরিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এই এলাকাকে আনতে। বাল্টিক এবং উত্তর সাগরের তলদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক কেবল লাইন আর তেলের পাইপলাইনে সংগঠিত নাশকতাকে কেন্দ্র করে

প্রক্সি-যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছে। সবশেষে আছে এশিয়া যেখানে বিশেষত তাইওয়ান নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে চীনের গতিবিধি আরো সন্দেহভাজন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনিতে দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে বিবাদ দীর্ঘদিনের। এই সকল ঘটনাবলী সহসা একদিন একসাথে উদয় হয়েছে এমনটা ভাবা ঠিক নয়। তবে ঘটনাগুলিকে খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে আন্তর্জাতিক ভু-রাজনীতিতে জলভাগকে কেন্দ্র করে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের সুত্রপাত ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

আর্থিক বিশ্বায়নের দৌলতে বর্তমানে প্রায় বিশ্বের সকল দেশ একে অপরের সাথে যুক্ত। বিশ্ববাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ সামগ্রি যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫০ শতাংশ , ১০৫,০০০ টি পণ্যবাহী জাহাজের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের ঘুরে ঘুরে বিশ্ব অর্থনীতি কে সচল রাখছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যপী কোটি কোটি পরিবারে আয় সামুদ্রিক বানিজ্যের ওপর নির্ভরশীল। একথা সহজেই অনুমেয় যে এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দায়িত্বশীল নেতারা যদি শান্তিপ্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সময় থাকতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করেন তবে সামগ্রিক ভাবে ঠান্ডা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠবে এইসময়।

শান্তিপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা দীর্ঘদিনের। ১৭শ শতকে একজন ডাচ নাবিক গ্রোটিয়াস সর্বপ্রথম সমুদ্রে শান্তিপুর্ন 'নেভিগেশনের' নিয়মাবলী বানিয়েছিলেন, যা ১৯ শতকে এসে ব্রিটিশদের বানানো আইন এবং সামরিক শক্তি ,এই দ্বৈতকারনে শক্তপোক্ত হয়। রয়াল ব্রিটিশ নেভি বিশ্বের বিভিন্ন আর্থিক এবং ভৌগলিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি স্থাপনে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দশক গুলিতে বিশেষত ৯০ এর বিশ্বায়নের দশকে আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদতে বা চাপে বিশ্বব্যপী সামুদ্রিক পথ ক্রমশ মুক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে এশিয়া এবং ইউরোপের মাত্র পাঁচটি কোম্পানি ৬২ শতাংশ কনটেইনার বহন করে, ৯৩ শতাংশ জাহাজ তৈরি হয় চিন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় এবং ৮৬ শতাংশ জাহাজকে 'স্ক্র্যাপ' করা হয় ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে। এর পাশাপাশি বিশ্বের সামগ্রিক সামুদ্রিক বানিজ্যের সুরক্ষার কাজটি বহুলাংশে আমেরিকাই করে থাকে যে কাজে প্রায় ২৮০টি আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ সহ তিন লক্ষাধীক নাবিক সরাসরি যুক্ত।

বিশাল এই সিস্টেমের সামনে এখন মূলতঃ দুটি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ চিনের ক্রমবর্ধমান নৌশক্তি, যা সামুদ্রিক বানিজ্যের সুরক্ষার প্রদানের ক্ষেত্রে আমেরিকার নৌবহর কে ইতিমধ্যে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করেছে বিশেষতঃ এশিয়া -প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমেরিকা জলপথে এরকম কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন প্রথমবার হচ্ছে। পাশাপাশি পশ্চিমের দেশগুলির একতরফা আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারনে ক্রমশ 'ডার্ক ফ্লিটের' সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'ডার্ক ফ্লিট এমন জাহাজ বা যেকোন প্রকার জলযান, যাদের কে রেডারে ধরা যায়না।

দ্বিতীয়ত প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারনেও ভূ-রাজনৈতিক শক্তির ভরকেন্দ্র বদলে যাচ্ছে । যেমন বর্তমানে ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠির কাছে ক্রুজ মিশাইল পৌছে গেছে যা এতদিন অবধি কেবলমাত্র দেশের সরকারি সেনার কাছে থাকতো। পাশাপাশি সমুদ্রের তলায় থাকা যে কেবল লাইনের ওপর ভরসা করে সিলিকন ভ্যালী এবং ওয়াল স্ট্রিট গোটা বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো তারের মধ্যে প্রায় ৬০০ টি কেবল লাইন বর্তমানে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এলাকায় অবস্থিত। এর সাথে যুক্ত হয়েছে খরার দরুন পানামা ক্যনেলে জলসরবরাহ কমে যাওয়া যে ক্যনেলের উপর আমেরিকার খাদ্যসুরক্ষা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

এইরকম পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে মহাসাগরীয় উত্তেজনা যত দ্রুত প্রশমিত হয় ততই সকলের জন্য মঙ্গল। যদিও স্থলভাগের তুলনায় জলভাগে যুদ্ধের গতি তুলনামূলকভাবে কম এবং সহজেই উত্তেজিত এলাকা চিহ্নিত করা যায় তবুও একসাথে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথে সামরিক ধাক্কা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পক্ষে সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন। যদি কখনো একই সময়ে দক্ষিণ চিন সাগর, কৃষ্ণ সাগর, লোহিত সাগরে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারনে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ব্যহত হয় তবে তার ফলস্বরুপ গোটা বিশ্বে জিনিসপত্রে দাম বাড়বে, সমাজে সৃষ্টি হবে প্রবল জনরোষ, অরাজকতা!

এমতাবস্থায় সকল শান্তিকামী, প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিশেষত উপরোক্ত সমুদ্রপথগুলির নিকটে যাদের অবস্থান, একসাথে যৌথ উদ্যোগে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করা দরকার! প্রয়োজনে যৌথ সামরিক মহড়ার মাধ্যমে বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত করা, প্রতিনিয়ত সাবমেরিন টহলের দ্বারা আন্তর্জাতিক কেবল লাইন গুলিকে রক্ষা করা এবং পরিশেষে উপদ্রুত এলাকার মানুষের জীবনজীবিকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা যাতে করে ভবিষ্যতে কখনো আর উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির প্রভাবে এই এলাকার মানুষজন না পড়ে!

অযোধ্যার শ্রী রাম মন্দিরের নেপথ্যের অজানা কাহিনী

বৈদিক পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী

- সাড়ে ছ কোটি বছরের পুরাতন, শালগ্রাম শিলা দ্বারা নির্মিত হয়েছে — অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দিরের, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রাম লালার মূর্তি।
- নেপালের মগধী জেলার বেনি গ্রাম থেকে এসেছে, ওই শালগ্রাম পাথর। দুটি পাথরের ওজন ২৭ টন এবং ১৪ টন।
- ২২ শে জানুয়ারি তিথি মুহূর্ত। সোমবার। দ্বাদশী তিথি। শ্রীবিষ্ণু পুরাণ অনুসারে-- এই দ্বাদশী তিথিতেই, ভগবান শ্রী নারায়ণ, অবতার কূর্মরূপ ধারণ করেন। অভিজিৎ মুহূর্তে। ব্রহ্ম যোগ। পুর্ণ দ্বাদশী তিথি। সর্বার্থ সিদ্ধিযোগ।
- মন্দিরটি নির্মাণ দায়িত্বে রয়েছেন, রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। লার্সেন এন্ড টুব্রো কোম্পানি। টাটা ইঞ্জিনিয়ার্স ও ন্যাশনাল জিও ফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
- ৭০ একর জমিতে ৩২- টি সিঁড়ি তিনতলা বিশিষ্ট, চুয়াল্লিশটি প্রবেশদ্বার সহ, ৪৭ ফুট উচ্চতার, মন্দিরের নির্মাণ কার্য সমাপ্তির পথে।
- প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট কে পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান-আর্থিক দান করেন।
- অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দির ট্রাস্টের হাতে -- মন্দির নির্মাণে রামচরিত মানস কথক, আধ্যাত্মিক গুরু, শ্রী মুরারি বাপু প্রায় কুড়ি কোটি টাকা দান করেন।
- দেশব্যাপী প্রায়, দুই লক্ষ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্মী রাষ্ট্রব্যাপী প্রচার অভিযানের পর ৫ কোটি আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করে মন্দির নির্মাণ কল্পে।
- চিত্রতারকা অক্ষয় কুমার দিয়েছেন ১০ কোটি টাকা। শাহরুখ খান দান করেন পাঁচ কোটি টাকা। গুজরাটের হিরে ব্যবসায়ী গোবিন্দ ভাই ঢোলকিয়া মন্দির নির্মাণে ১১ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান করেছেন।
- অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দিরে ১৪টি প্রধান দরজা ১২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট, সম্পূর্ণ স্বর্ণ নির্মিত, নকশা খোদাই অবস্থায় মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।
- অভিজিৎ মুহূর্ত কি? মাত্র ৮৪ সেকেন্ড সময়টি কে অভিজিৎ মুহূর্ত বলে। সোমবার মেষ রাশি।

মৃগশীরা নক্ষত্রে বারোটা ঊনত্রিশ মিনিট চার সেকেন্ড থেকে, বারোটা ৩০ মিনিট ৩২ সেকেন্ড হল অভিজিৎ মুহূর্ত। এই ৮৪ সেকেন্ডের মধ্যেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম চন্দ্র র শ্রী রামলালার মূর্তি। শ্রী রাম লালা অর্থাৎ শ্রীরাম চন্দ্র দেবের বাল্যভাব প্রকাশ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ব্লক সভাপতি পরিবর্তনে তৃণমূলে ক্ষোভ, ইস্তফার হুমকি পঞ্চায়েতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দলের সদ্য প্রাক্তন ব্লক সভাপতিকে তাঁর পদ ফিরিয়ে দিতে হবে দাবি তুলে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের প্রতাপপুর পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ ৩ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও ১৬ জন পঞ্চায়েত সদস্য তাঁদের ইস্তফাপত্র লিখে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়কের হাতে তুলে দেন বলে দাবি।

দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের তৃণমূল ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিয়ে শতদীপ ঘটককে দায়িত্ব দেওয়া হয়, দলের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন সুজিত মুখোপাধ্যায়ের অনুগামী পঞ্চায়েত সদস্যরা। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায়কে ব্লক সভাপতি পদ থেকে অপসারণ করার পর প্রতিবাদে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে নিচুতলার বহু তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি প্রতাপপুরের পঞ্চায়েত প্রধান ও বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য পদত্যাগের হুঁশিয়ারি দিয়ে জেলা

সভাপতির কাছে স্মারকলিপি দিলেন রবিবার।

এ বিষয়ে প্রতাপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মাধব দে জানান, লোকসভা ভোটের মুখে কেন এমন সিদ্ধান্ত? তাঁদের নেতা তথা দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায়কে তাঁর পদে ফিরিয়ে না আনলে লোকসভা ভোটের কাজ এই এলাকায় অন্যরকম হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। পাশাপাশি সুজিত মুখোপাধ্যায়কে তাঁর পদ ফিরিয়ে না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনও করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন মাধববাবু। অন্যদিকে প্রশ্ন তুলে জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন খোদ দলের সদ্য প্রাক্তন ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায়। সুজিতবাবুর প্রশ্ন, তিনি জেলার নেতাদের কাছে জানতে চান ঠিক কী কারণে তাঁকে তাঁর পদ থেকে সরানো হল আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে।

এই পঞ্চায়েতের তৃণমূলের ১৬ জন পঞ্চায়েত সদস্য এদিন দাবি করেন, সদ্য প্রাক্তন ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায়কে যদি পুনর্বহাল না করা হয়, তা হলে তাঁরাও পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেবেন, সেই মর্মে নিজেদের ক্ষোভের কথা লিখিত ভাবে জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে জানিয়ে এসেছেন বলেও দাবি করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, 'এগুলি সবই নাটক। যদি ইস্তফা দেওয়ারই থাকে, তা হলে সেটা ব্লক অফিসে দিতে হয় কোনও বিধায়ক বা জেলা সভাপতির কাছে নয়।'

সমবায়ে শাসকদল তৃণমূলের জয়জয়কার, উড়ল সবুজ আবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, তমলুক: কয়েকদিনের মধ্যে লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাবে। সমস্ত রাজনৈতিক দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রস্তুতিতে। তারই মাঝে সমবায়ে শাসকদল তৃণমূলের জয়ে উল্লাসে মেতে উঠল নেতৃত্ব। রবিবার তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের কাকটিয়া হোগলা ডুমরা যশোমন্তপুর সমবায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলে। বিকেলে ফলাফল প্রকাশ হতেই শাসকদল তৃণমূলে উন্মাদনা বেড়ে যায়। সমবায়ের মোট আসন ১২টি। তার মধ্যে ১১টিতে জয়লাভ করেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। বিজেপির ঝুলিতে আসে মাত্র ১টি আসন। তাও আবার টসে জিতে।

তৃণমূল নেতা জয়দেব বর্মনের দাবি, 'লোকসভা নির্বাচনের আগে সমবায়ে এই ধরনের জয় কর্মীদের উৎসাহিত করবে। পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপির দখলে গেলেও লোকসভা নির্বাচনে আগে আস্তে আস্তে আবার পরিবর্তন ঘটছে। আমরা আশাবাদী লোকসভা নির্বাচনে আমরা ভালো ফল করব তমলুক লোকসভায়।'

মূর্তি চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মন্দির থেকে দেবীর মূর্তি চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের রামপুর গ্রামে। মন্দির থেকে চুরি হয়ে যায় দু'টি দেবীর মূর্তি। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। রবিবার দুপুরে ভাতার থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়।

জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের রামপুর গ্রামের ওই মন্দির থেকে চুরি যাওয়া দু'টি মূর্তির মধ্যে একটি চণ্ডী আর একটি ছিল মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তি। মূর্তি দু'টির দাম আনুমানিক একলক্ষেরও বেশি হবে বলে জানিয়েছেন মন্দির কমিটির সদস্যরা। এই বিষয়ে মন্দির কমিটির সদস্যরা ভাতার থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

IN THE COURT OF DISTRICT DELEGATE AT CHANDANNAGAR

ACT 39 PROBATE CASE NO. 53 OF 2023

KEYA DAS, Daughter of Late Shibnath Bose (Biological father), Daughter of Adopted father namely Sri Pradip Das Residing at 2No. Mahadanga, P.O. and P.S. Chandannagar, District Hooghly, PIN-712136. ....**Petitioner**

NOTICE

It is hereby informed to all concern that the Petitioner herein has filed the instant case **for grant of succession certificate** in respect of the assets as described in the schedule herein below **left by deceased Shibnath Bose**, son of Late Nityananda Bose used to reside at Mankundu Palpara, P.O. Mankundu, P.S. Bhadreswar, District Hooghly, PIN 712139 who died intestate on 19.05.2008 leaving behind his **wife namely Krishna Bose and daughter namely Keya Bose** (happens to be the petitioner herein) as his surviving legal heir and successor. It is mentioned here that the mother of said Shibnath Bose namely Anjana Bose predeceased him. Anybody interested may appear in this case within 30 days from the date of publication of this notice otherwise the case shall be proceed exparte.

SCHEDULE

Sl	Name	A/c No.	Ammount
1.	Life Insurance Corporation of India (LICI), Serampore Branch	Policy no. 434298321	Rs. 50,000/- with added Bonus of Rs. 18250/-with benefit and interest upto date.
2.	Life Insurance Corporation of India (LICI), Serampore Branch	Policy no. 434298322	Rs. 50,000/- with added Bonus of Rs.18250/- with benefit and interest
3.	Life Insurance Corporation of India (LICI) Chinsurah Branch	Policy No. 431148221	Rs. 7480/- with benefit and interest

By order
Soumen Ghosal
Serestadar
District Delegate Court Chandannagar

(Soumya Banerjee)
Advocate
Chandannagar Court
08.01.2024

পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা নির্দল কাউন্সিলরের তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ায় রবিবার এক রক্তদান শিবিরে উত্তরপাড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বর্তমানে নির্দল কাউন্সিলর পিনাকী ধামালি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এদিন তাঁর হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরামপুর হুগলি সাংগঠনিক তৃণমূল জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই। প্রাক্তন চেয়ারম্যানের তৃণমূলে যোগদানকে ঘিরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়. প্রচুর পার্টি কর্মী ও নেতা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরপাড়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মিতালি বেজের পরিচালনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবিরে প্রাক্তন চেয়ারম্যানের তৃণমূলের যোগদান পর্ব হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর হুগলি সাংগঠনিক তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁই, তিনি একাধারে বিধায়ক, উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়, কোন্নগরের পুরচেয়ারম্যান স্বপন দাস, উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মণ্ডল ছাড়া পুরসভার বেশ কিছু কাউন্সিলর।

তৃণমূলে যোগদান প্রসঙ্গে প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর পিনাকী ধামালি বলেন, 'আমি তো আগে তৃণমূলেই ছিলাম মাঝে কিছুদিন ছিলাম না, এখন তৃণমূলে যোগ দিয়ে খুব ভালো লাগছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে সবাইকে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।' উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ জানান, তিনি আবার দলে ফিরে আসলেন, খুব ভালো লাগছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে সবাই একসঙ্গে এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। শ্রীরামপুর হুগলি তৃণমূল সংগঠনিক সভাপতি অরিন্দম গুঁইকে ফোন করা হলে, তিনি ফোন ধরেননি। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাননি। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব।

কংগ্রেসের পথসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রার সাফল্যের পর ফের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেছেন তিনি। সেই ন্যায় যাত্রার সমর্থনে রবিবার বিকেলে কাঁকসার সিলামপুরে কংগ্রেসের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পথসভা চলাকালীন এলাকার ৪ জন তৃণমূল সমর্থক কংগ্রেস দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে এদিন দলের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তাঁদের হাতে তুলে দেয় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এদিন পথসভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস, জেলার মহিলা সভানেত্রী মেঘনা মান্না, ব্লক সভাপতি পূরব বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লকের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ইন্দ্রকুমার মেহরা, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা, রবি সিং, ব্লকের মহিলা সভানেত্রী সুলতানা বিবি শেখ, দুর্গাপুর সাব-ডিভিশনাল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রানা অধিকারী, ব্লকের যুব সভাপতি শেখ বাবুল এবং কাঁকসা অঞ্চল সভাপতি শঙ্কর সৌ, জ্যোৎস্না শেখ, কবিতা ধীবর এবং সুমিত্রা ধীবর সহ অন্যান্যরা।

কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পূরব বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তৃণমূল ছেড়ে যাঁরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, দলের পক্ষ থেকে তাঁদের কংগ্রেসে স্বাগত জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে রাহুল গান্ধির ন্যায় যাত্রার সাফল্য কামনা করে দাবি করেন, কংগ্রেস দল আস্তে আস্তে করে কাঁকসার বুকে বড় হচ্ছে। মানুষ বুঝে গিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার হোক বা বাংলার তৃণমূল দল, ধর্ম নিয়ে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই করছে না। তাই মানুষ ধীরে ধীরে কংগ্রেসের প্রতি আস্থা রেখে কংগ্রেস দলে যোগদান করছেন। এটাই রাহুল গান্ধির ন্যায় যাত্রার সাফল্য। তিনি দাবি করেছেন, আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল দেশের পাশাপাশি কাঁকসা ব্লকেও ভালো ফল করবে এবং বহু মানুষ অন্যান্য দল ছেড়ে কংগ্রেস দলে যোগদান করবে।

নেতাজি স্মরণে সাইকেল যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রবিবার সকালে মেদিনীপুর শহরের গান্ধি মূর্তির পাদদেশ থেকে সমাজকর্মী অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং আজাদ হিন্দ হ্যান্ডিক্যাপেড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ও মেদিনীপুর রিহ্যাবিলেটেশন সেন্টার ফর চিলড্রেনসের সহযোগিতায় মেদিনীপুর থেকে পুরুলিয়া সাইকেল যাত্রা শুরু হয়েছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সম্পদ কর্মী সাইকেল যাত্রী গৌতম দে ও শিবপ্রসাদ মিশ্র জানান, নেতাজির ১২৮তম জন্ম জয়ন্তীতে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে ও পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে তাঁদের এই সাইকেল যাত্রা ২৮তম বর্ষে পড়ল। নেতাজি ও গান্ধিজির মূর্তিতে মাল্যদান ও প্রদীপ জ্বালিয়ে সাইকেল যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পুলিশ প্রশাসনের সুরক্ষা বেষ্টনীতে ও পাইলট কারের মাধ্যমে রওনা দেন পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে। সাইকেল যাত্রা মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়া হয়ে ২৩ জানুয়ারি পুরুলিয়া পৌঁছবে।

মোদি ক্ষমতায় এলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মতুয়ারা, দাবি মমতাবালার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মোদি ক্ষমতায় এলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মতুয়ারা, পাশাপাশি শান্তনু ঠাকুর একজন কুলাঙ্গার বলে মন্তব্য ঠাকুর বাড়ির পুত্রবধূ তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের। নাগরিকত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আবারও তোপ দাগলেন বনগাঁ লোকসভায় প্রাক্তন সাংসদ তথা মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর। ঠাকুরবাড়ির অন্যতম প্রাণপুরুষ ঠাকুর হরিচাঁদের জন্মতিথি উপলক্ষে বনগাঁয় মতুয়া মহা সম্মেলনে যোগ দিয়ে রবিবার একথা শোনালেন তিনি।

তিনি বলেন, 'ভোট আসলেই বিজেপি নাগরিকত্বর টোপ দেয়। নিঃশর্ত নাগরিকত্বের জন্য আমরা দিল্লিতে গিয়ে অনশনে বসব।' বনগাঁ লোকসভার বর্তমান বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে কুলাঙ্গার আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'মতুয়া ধর্মের গোসাই পাগলদের মিথ্যা কথা বলে ইভিএম চুরি করে, হ্যাক করে গত লোকসভায় জিতেছেন বিজেপি সাংসদ। নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও, বিগত পাঁচ বছরে নাগরিকত্ব দিতে পারেননি শান্তনু ও তাঁর দল। তাঁর মতো কুলাঙ্গার এই মতুয়া ধর্মে আর কেউ নেই।'

এদিকে আর কয়েক মাস পরে লোকসভার নির্বাচন। তৃণমূলের প্রার্থী হবেন কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে মমতাবালা ঠাকুর জানান, দলের সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি তা মাথা পেতে নেবেন। তবে লোকসভার আসনে তাঁকে প্রার্থী করা হলে জেতার ব্যাপারে তিনি একশো শতাংশ আশাবাদী। তিনি বলেন, 'মতুয়ারা আগেও আমাদের সঙ্গে ছিল আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।' অন্যদিকে ২২ জানুয়ারি রামমন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কে রাম কে হরি, সেটা বড় কথা নয় মানবতাই পরম ধর্ম।' পক্ষান্তরে রাম যে হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রাণপুরুষ সে কথাই স্বীকার করে নেন মমতা ঠাকুর স্বয়ং।

রামপাড়ায় সাত পরিবারে ৩৫ সদস্যের নামের শুরু রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার আঁচুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পশ্চিম সানাবাঁধ গ্রামের রামপাড়ায় সাত মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাস। এই সাত পরিবারের ৩৫-৪০ জন পুরুষ সদস্যের নাম শুরু হয় রাম দিয়ে। রামচরণ, রামশরণ, রামরঞ্জন কিংবা রামানন্দ। নামের শুরু 'রাম' দিয়েই। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার আগেই উঠে এল বাঁকুড়ার সঙ্গে অযোধ্যার বিশেষ যোগসূত্র। কেন এই পাড়ার মানুষ রামের প্রতি এত নিবেদিত প্রাণ?

শুধু অযোধ্যাতেই নয়, বাঁকুড়ার এই পাড়ায় প্রত্যেকেই রাম। বাঁকুড়ার রামপাড়ায় প্রবেশ করলেই মনে হবে রাম রাজত্বে ঢোকা হয়েছে। বাড়িতে বাড়িতে রামের নামে ফলক। পাড়ার শেষে রয়েছে একটি শতাধিক প্রাচীন রামমন্দির। অযোধ্যা থেকে কর্মসূত্রে

রামশরণ মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন বাঁকুড়ার এই গ্রামে। ওনার হাতেই আনুমানিক ২৫০ থেকে ৩০০ বছর আগে শালগ্রাম শিলার নিরাকার রাম প্রতিষ্ঠা পায় এই মন্দিরেই। বর্তমানে সাত মুখোপাধ্যায় পরিবার প্রত্যেকেই রামের সেবাইত। পালায় পালায় দিনে তিন বার করে রামের পুজো করেন। মোট সদস্য সংখ্যা ৪৫-৫০ জন। তার মধ্যে ৩৫ এর বেশি পুরুষ সদস্যের প্রত্যেকেরই নাম 'রাম' দিয়ে শুরু।

বিয়ে বাড়ি হোক অথবা অন্নপ্রাশন, প্রতিটি অনুষ্ঠান বাড়িতেই সিংহাসনে করে নিয়ে যাওয়া হয় রামের শালগ্রাম শিলা। বছরের পর বছর ধরে পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখেছে রামপাড়া। বাঁকুড়ার রামপাড়ার উৎস ৭৮০ কিলোমিটার দূরের অযোধ্যায়। গোটা দেশ এখন অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় রয়েছে। রামপাড়ায়ও যেন মানুষ বিশেষ খুশি।

রামপাড়ার বাসিন্দা রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আমরা বিশেষ ভাবে পুজো করব। যদিও আমাদের ঐতিহ্যবাহী রামপাড়ার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগসূত্র নেই। আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে আমাদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছি।'

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিং লিমিটেড (পূর্বের, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি. যারা একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স লি.-এর দ্য স্কীম অফ অমালগামেশন-এর অধীনে একত্রীত হওয়ার দ্বারা যার অনুমোদন করেছে এনসিএলটি মুম্বাই সেই সঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, ('এলটিএফ') যা 12ই এপ্রিল, 2021-এ এবং এখন এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লি. একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি (এলটিএফএইচ)-এর সঙ্গে যা 4ঠা ডিসেম্বর 2023-ত।) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী/রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী/রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL1600 0345	1. নীলাদ্রি দাস (ঋণগ্রাহীতা) 2. নির্মল কুমার দাস (উপ-ঋণগ্রাহীতা) 3. রীতা দাস (উপ-ঋণগ্রাহীতা) 4. সোহিনী চন্দা (উপ-ঋণগ্রাহীতা/গণ)	সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ঠিকানা:- ফ্ল্যাট নং.বি পরিমাপ 2651 বর্গফুট সমগ্র 2য় তলা সেই সঙ্গে কভার্ড কার পার্কিং জায়গা মোট পরিমাপ 750 বর্গফুট। বিল্ডিংয়ের এক তলার (দক্ষিণ-পূর্ব দিক) নাম এবং ''চোখের আলোয়'' নামে পরিচিত এবং তৈরী এবং গঠন করা হয়েছে বা প্লট বা জমির পরিমাপ মোটামুটি 5 কাঠা, 7 ছটাক এবং 22 বর্গফুট যার দাগ নম্বর 172 সি.এস.খতিয়ান নং 1385, এল.আর খতিয়ান নং 1404। পূর্ব বরিশার মৌজা, জে.আই.নং 23, আর.এস. নং 43 এবং 55 তাউজি নং 36-এর অধীনে পি.এস. হরিদেবপুর জেলা দক্ষিণ 14 পরগণা বর্তমানে পরিচিত এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 18 নম্বর, নৃসিংগ দত্ত রোড, আবাসন নং 15/1, নৃসিংগ দত্ত রোড,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-700008। সীমানা- পূর্ব - নৃসিংগ দত্ত রোড; পশ্চিম - শ্রী অজিত হালদারের জমি এবং বাড়ি; উত্তর - শ্রী রমেন দত্ত-এর জমি এবং বাড়ি; দক্ষিণ - শ্রী উপেন্দ্র নাথ দত্ত-এর জমি এবং বাড়ি এবং তার পরে শ্রী অশোক কুমার মিত্র-এর জমি এবং বাড়ি	18-10-2022	₹1,10,50,960.86/- (এক কোটি দশ লাখ পঞ্চাশ হাজার নয়শত ষাট এবং ছিয়াশি পয়সা) 17-10 2022 তারিখ অনুসারে।	15-01-2024 ভৌতিক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 22.01.2024
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর তরফে

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৯.০২.২০২৪ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৯.০২.২০২৪

নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে

প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : **শ্রী অঞ্জন কুমার দাস** পিতা প্রয়াত মিহির কুমার দাস, **শ্রীমতি মৌমিতা দাস** স্বামী শ্রী অঞ্জন কুমার দাস	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০২ অবস্থিত ৩য় তলে, পশ্চিম দিকে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৭০০ বর্গফুট চার বেড রুম,এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, চার টয়লেট এভং এক ব্যালকনি এবং এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট জি-৪ তলা স্বত্বাধীন ভবন অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং পি-৪৯৯, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৮৬ অধীন, থানা : লেক (বর্তমানে রবীন্দ্র সরোবর), সাব -রেজিস্ট্রি/এডিএসআর অফিস আলিপুর, কলকাতা : ৭০০০২৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত শ্রী অঞ্জন কুমার দাস এবং শ্রীমতি মৌমিতা দাসের নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪২৯-২০২১ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০২১, পৃষ্ঠা ২৯৭৯৫-২৯৮২৮, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **দখলের ধরন :স্বত্ব দখলীকৃত।**	**২,৬৭,৮৯,৭৫৩.০০ টাকা (দুই কোটি সাতষট্টি লাখ উননব্বই হাজার সাতশ তিপান্ন টাকা) টাকা ১৪.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	২,২৩,০০,০০০.০০ টাকা / ২২,৩০,০০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ৩০.০১.২০২৪

সম্পত্তির অনুসন্ধান

অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ২২.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে মালদায় চালু হতে চলেছে কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্ম

পরিকাঠামোর কাজ খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্যে ডিমের চাহিদা মেটাতে চালু হতে চলেছে কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্ম। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ছয়টি কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্মের মধ্যে একটি চালু হতে চলেছে মালদায়। রবিবার মালদার ইংরেজবাজার শহরের কৃষিফার্ম এলাকায় সেই কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্মের তদারকি চালালেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এই কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্মের পরিকাঠামোর কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি বলেন, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি মালদার এই কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্মে মুরগি ঢুকতে শুরু করবে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই এই পোল্ট্রি ফার্ম চালু করে দেওয়া হবে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের বরাদ্দ প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্মটি তৈরি হচ্ছে। এখানে প্রায় তিন লক্ষ মুরগি থাকবে। যেখান থেকে প্রতিদিন ঘরে ২ লক্ষ ৭০ হাজার ডিম উৎপাদন হবে। প্রতিদিন এই পোল্ট্রি ফার্মটি খোলা থাকবে। এছাড়াও এই কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্মে তাপমাত্রা এবং আদ্রতা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আশেপাশে এলাকায় কোনওরকম দুর্গন্ধ ছড়াবে না। মুরগির বিষ্ঠা থেকেও বিশেষ পদ্ধতিতে জৈব সার তৈরি করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ পশুপালন কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গৌরী শংকর কোঙার জানিয়েছেন, রাজ্যের প্রায় তিন কোটি ডিমের চাহিদা রয়েছে। দুই কোটি ডিম এই রাজ্যেই উৎপাদন হয়। কিন্তু বাকি এক কোটি ডিম বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই রাজ্য সরকার বিভিন্ন জেলায় মোট ছয়টি কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। যার মধ্যে মালদাতেও একটি তৈরি হতে চলেছে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এই কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্মে কাজ শুরু হয়ে যাবে।

এদিন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, মালদার কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্মের খুব সুন্দর কাজ হচ্ছে। পুরো এলাকাটি এদিন পরিদর্শন করেছি। কাজ প্রায় শেষের দিকে। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে এই পোল্ট্রি ফার্মে মুরগি ঢুকতে শুরু করবে। ফেব্রুয়ারি মাসে শেষের দিকেই ডিম উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে যাবে। এই কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্ম চালু হওয়াতে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য রয়েছে তিন কোটি ডিমের চাহিদা পূরণ করা। ফলে ভিন রাজ্য থেকে ডিম আমদানি না করেই এই ধরনের ছয়টি কমার্শিয়াল পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তোলা হচ্ছে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে টাকি পুরসভার জরুরি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত আমজনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের টাকি পুরসভার একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূলের ১২ জন কাউন্সিলর মিলে চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা পেশ করেন বসিরহাট মহকুমা শাসকেরর দপ্তরে গত ২০২৩ সালে ২০ ডিসেম্বর। তারপর থেকে এক মাস কেটে যাওয়ার পরেও এখনো অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। অন্যদিকে প্রস্তাবও প্রত্যাহার করা হয়নি। যার ফলে সমস্যায় পড়েছে ১৬ টি ওয়ার্ডের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকি পুর নাগরিকরা। একদিকে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের লড়াই, সেই সঙ্গে দু'জনের অনুগামীদের মধ্যেও লড়াই। তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জাঁতাকলে পড়ে পুরসভার পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করছে পুর নাগরিকদের। পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে কোনও নথি আনতে গেলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে টাকি পুরসভায়। দীর্ঘ এক মাস কেটে যাওয়ার পরেও বসিরহাট মহকুমার শাসকের দপ্তরে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করলেও সেই প্রস্তাব উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী দপ্তরে পাঠালেও তার সমাধান সূত্র আজও মেনেলি। সবমিলিয়ে টাকি পুরসভার জরুরি ভিত্তিতে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। এই নিয়ে তৃণমূলের দু'পক্ষের কেউ মুখ খুলতে নারাজ। তারা জানিয়েছেন যতটা সম্ভব জরুরি পরিষেবা টাকি পুরসভা থেকে দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে মুখ খুলেছে টাকি পুরসভার ১৫, নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর উমা মণ্ডল। তিনি বলেন, জরুরি পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে একটা সার্টিফিকেট নিতে গেলে এক দরজা থেকে অন্য দরজায় ঘুরতে হচ্ছে পুর নাগরিকদের। এর দ্রুত সমাধান চাইছে মানুষ, পুর নাগরিকরা আমাদের কাছে জানতে চাইছে পুরসভার বিভিন্ন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে হবে কেন সাধারণ নাগরিকদের? টাকি পুরসভার তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী নিয়ে মহা বিপদে নাগরিকরা তারা কি বলছেন, পুরসভায় ভোটে আমাদের ভোট দিতে দেয়নি এরা, তারপর পুরবোর্ড গঠন হলেও কোনওরকম ভাবে পুরসভা থেকে কোনও সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি না। তাদের ঝামেলার কারণে পুর নাগরিকরা মহাসমস্যায় জর্জরিত হয়ে রয়েছেন। এই সমস্যা থেকে কবে পুরসভা মুক্তি পাবে কেউ বলতে পারছে না।

নবাব আমলের ঐতিহাসিক তোরণ সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভ গোঘাটবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নবাব সুজাউদ্দিনের আমলে তৈরি মুবারক মঞ্জিল ও সারাই নামে তোরণ দু'টি বিলুপ্তির পথে। তাই হুগলির আরামবাগের গোঘাটে ঐতিহাসিক এই সৌধ সংস্কারের দাবি তুলেছে এলাকার মানুষ। গোঘাটের সানবাঁধি গ্রামে নবাব সুজাউ উদ্দিনের আমলে দুটি তোরণ আজও টিকে রয়েছে। তোরণ দু'টির নাম মুবারক মঞ্জিল ও সারাই। এলাকার মানুষের কাছে 'হাতি কণ্টক' নামে পরিচিত। সংরক্ষণের অভাবে তোরণ দু'টি ভগ্ন প্রায় হয়ে পড়েছে। ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত এই এলাকা জেলা পর্যটন মানচিত্রে স্থান পায়নি। উপেক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিলুপ্ত হতে চলেছে। হুগলি জেলার গোঘাট বহু ইতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। এলাকাজুড়ে বহু পুরাকীর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও গড় মান্দারণ এই এলাকার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। এই দুই এলাকার খুব কাছে নকুন্ডা পঞ্চায়েতের সানবাঁধি গ্রামে মোঘল স্থাপত্যের দু'টি তোরণ আছে। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলেই জানা যাবে, বাংলার নবাব সুজাউদ্দিন এই তোরণ দুটি তৈরি করেছিলেন। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা ছিলেন। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর দুই কন্যা আজিমুন্নেসা বেগম ও জিয়াতউন্নিসা বেগমকে বিয়ে করেছিলেন। আলিবর্দি খাঁর সহযোগিতার সুজাউদ্দিন শেষ পর্যন্ত বাংলার মসনদে বসেন। কথিত আছে, গোঘাটের সানবাঁধি গ্রামে সুজাউদ্দিন থাকাকালীন মোঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের কাছ থেকে আসা বাংলা সুবার নবাব হওয়ার সংবাদ পান তিনি। সেই খুশিতে এই মুবারক মঞ্জিল ও সারাই তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে ভগ্নপ্রায়। ফার্সি ভাষায় দুটি শিলালিপি এই তোরণে লাগানো ছিল। একটি চুরি হয়ে গিয়েছে। অন্যটি খুলে স্থানীয় মসজিদে রাখা আছে বলে জানা যায়। স্থানীয় মানুষ শেখ কাবির আলি বলেন, এটা একটা ঐতিহাসিক জিনিস। কিন্তু সরকার সংস্কারের বিষয়ে উদাসীন। বহু স্মৃতি ও ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িয়ে আছে। যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। এটি পড়ে যাওয়া মানে ইতিহাস মুজে যাওয়া। তাই সংস্কার প্রয়োজন।

প্রবীণ ব্যক্তি শেখ জামির আলি বলেন, ছোটবেলা থেকে দেখছি ভগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নবাব আমলে তৈরি হওয়ায় এক ঐতিহাসিক তোরণ। বাবা ও দাদুর কাছে শুনেছি, এখানে একজন নবাব এসেছিলেন। তাই ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বিচার করে এই তোরণটির সংস্কার দরকার। গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, তোরণটি সংস্কারের বিষয়ে ভাবচিন্তা চলছে। পুরনো ঐতিহ্য ধরে রাখতে আমাদের এটা করতে হবে। সবমিলিয়ে এমন এক ঐতিহাসিক তোরণ গোঘাটে আছে বলে আজ মহকুমাবাসী ভুলতে বসেছে। পর্যটন দপ্তরের মানচিত্রেও এটি স্থান পায়নি। তাই এটি সংস্কার ও সংরক্ষণের দাবি উঠেছে।

এইচএম এডুকেশন সেন্টারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এইচএম ক্যান্টিন মাঠে অনুষ্ঠিত হল এইচএম এডুকেশন সেন্টারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক দিব্যেন্দু বিশ্বাস। অতিথি হিসেবে আরও ছিলেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় পয়মন্তি বৈশ্য এবং বিশিষ্ট পর্বতারোহী মলয় মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের ম্যানেজার ও রেক্টর সুদীপ্ত বোস, প্রধান শিক্ষিকা সোনিতা রায়, সহ-প্রধান শিক্ষিকা মনীষা সিং, শিক্ষা অধিকর্তা নিতু চট্টোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতার সূচনা হয় বর্ণাঢ্য মার্চপাস্টের মধ্য দিয়ে। তালে তাল মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীরা পদচারণা প্রাঙ্গণ মুখরিত করে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে সমস্ত প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কসরত ও দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রধান শিক্ষিকা তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার কথা তুলে ধরেন। দিব্যেন্দু বিশ্বাস খেলাধুলোর গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। অভিভাবকদের উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে। প্রতিযোগিতা থেকে তাঁরাও বাদ যাননি। তাঁদেরও অদম্য উৎসাহ ছিল দেখার মতো। সব মিলিয়ে এটি একটি সার্থক রূপ লাভ করে।

রক্তদান শিবির আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে গোটা পানাগড় বাজার সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সোমবার রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে পানাগড় বাজারেও নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে পানাগড় রামনবমী মহোৎসব সমিতির পক্ষ থেকে। সেইমতো রবিবার পানাগড় বাজারের রণডিহা মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন

কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়া, বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁকসা থানার পুলিশ আধিকারিকরা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিন এই রক্তদান শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলে ৫০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদানের পাশাপাশি এদিন বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেখানে শতাধিক মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। আজকের দিনে রক্তদান শিবির কতটা প্রয়োজন একজন মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য তার ব্যাখ্যা করেন সাংসদ। এদিন এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কাঁকসার ডাকবাংলো মনোজ পল্লি দুর্গামন্দিরে অনুষ্ঠিত অনুকূল চন্দ্র ঠাকুরের ১৩৬তম জন্মৎসব অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়ে সেখানকার ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সাংসদ।

তৃণমূলে কাজ ফুরিয়ে গেলে দলই ছুড়ে ফেলে : জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: তৃণমূলে যে দলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে দলকে জেতায়, কাজ ফুরিয়ে গেলে সেই দলই তাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। রবিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ঝাঁঝরা গ্রামে শতাধিক দুঃস্থ মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে এই মন্তব্য করেন বিজেপির নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

এদিনের বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি সুজিত মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গ তুলে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, 'এই সুজিত মুখোপাধ্যায়কে বিগত বিধানসভা ভোটে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে জেতানোর জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যালটের ভোট তুলে নিয়ে এসে চোখের সামনে ভোট করিয়েছেন।' আর তার ফলেই তার আজ এই পরিণতি বলে জানান জিতেন্দ্রবাবু। তাঁর দাবি, তৃণমূলে যে দলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে দলকে জেতায় কাজ ফুরিয়ে গেলে সেই দলই তাকে ছুড়ে ফেলে দেয়, সুজিত মুখোপাধ্যায় তার প্রমাণ। জিতেন্দ্রবাবু এই বিষয়ে উপমা তুলে দাবি করেন যে, তৃণমূল দলেরই একনিষ্ঠ কর্মীকে কাজ ফুরিয়ে গেলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, তারা সাধারণ মানুষের হতে পারে না।

এই বিষয়ে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা বর্তমান জেলা পরিষদের খাদ্য-কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখোপাধ্যায় জানান, তিনি দলে আর ব্লক সভাপতি নেই তবে তিনি তৃণমূলেই আছেন বর্তমানে তিনি জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ। সুজিতবাবুর দাবি, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ অনুসরণ করে অতীতেও চলেছেন, আগামী দিনেও চলবেন। তিনি জানান, তৃণমূলের হয়ে বহু দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে যেই দাঁড়াক না কেন, তার জয়লাভ সুনিশ্চিত করতে তিনি আগের মতোই আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ল বাড়ি, সাহায্যে এগিয়ে এলেন মন্ত্রী সাবিনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। মন্ত্রীর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র মোথাবাড়িতে গভীর রাতে একদিন মজুরের বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তাতেই পুড়ে সর্বস্বান্ত হন পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি জানার পরই রবিবার ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাদের হাতে গরম পোশাক নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী-সহ নানাভাবে সহযোগিতা করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আলিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বাসপাড়া এলাকায় এক বৃদ্ধা তার প্রতিবন্ধী মেয়েকে নিয়েই বসবাস করেন। এদিন গভীর রাতে হঠাৎ আগুনে পুড়ে যায় ওই বৃদ্ধার টালির বাড়ি। পরে স্থানীয়দের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিষয়টি জানার পর এই দিন ওই বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সভাপতি মহম্মদ ওবায়দুল্লাহ সহ একাধিক জনপ্রতিনিধিরা।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, ওই পরিবারটিকে সবরকম ভাবে সহযোগিতা করা হয়েছে। আগামীতে ওই বৃদ্ধার পরিবারকে পাকা বাড়ি করে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

নিখোঁজ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ কাঁকসার দক্ষিণ ক্যানেলপারের এক দশম শ্রেণির পড়ুয়া। পরিবারের সদস্যদের দাবি, রবিবার সকালে ওই পড়ুয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বাড়ির সকলে ঘুম থেকে উঠে তাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে তার খোঁজ শুরু করে। তবে তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ ওই ছাত্রের নাম শিভম কুমার পণ্ডিত। তার বাড়ি কাঁকসার পানাগড় বাজারের দক্ষিণ ক্যানেলপারে। নিখোঁজ ছাত্রের খোঁজে পরিবারের সদস্যরা কাঁকসা থানার পুলিশের দারস্থ হন।

দামোদরের জলে ডুবে মৃত হুগলির দুই ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: স্নান করতে নেমে দামোদর নদের জলে তলিয়ে মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটে রবিবার বিকেলে মেমারি থানার পাল্লারোড সংলগ্ন এলাকায়। মৃত ব্যক্তিদের নাম শুভাশিস দাস ও সাগর দাস। দু'জনেরই বয়স আনুমানিক ৩০/৩২ বছর।

জানা গিয়েছে, হুগলির চণ্ডীতলা থানার বেগমপুর এলাকা থেকে রবিবার সকালে পিকনিক করতে আসে একটি দল। অনেকেই দামোদর নদের জলে স্নান করতে নামলেও হঠাৎই জলে তলিয়ে যান দুই ব্যক্তি। স্থানীয় মাঝি ও জেলেরা ছুটে এসে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে ওই দুই যুবকের দেহ উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মেমারি থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তিরা মদ্যপ অবস্থায় নদে স্নান করতে নেমেছিলেন। কোনও কারণে তাঁরা জলে তলিয়ে যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় দু'টি দেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ দু'টির ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যালে কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাল্লা এলাকায় পিকনিকে আসা দলগুলির ওপর নজরদারি আরও জোরদার করা হবে আগামী দিনে।

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপ জিতল ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: প্রথমবার অংশ নিয়েই বাজিমাত ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লির। প্রত্যাশা মতোই নবদ্বীপ ঐক্য সম্মিলনীকে ২-০ গোলে পরাজিত করে নবম বর্ষ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয় নবদ্বীপ ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লি। রবিবার নবদ্বীপ পুরসভা পরিচালিত নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনালে প্রথমবার অংশ নিয়েই সকার কাপ জয়ী হয় নবদ্বীপ ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লি।

নবদ্বীপ পুরসভা ও মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির পরিচালনায় ৯ বর্ষ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপের সুচনা হয়েছিল নৈশলোকে ২০২৩ সালের ৫ ডিসেম্বর। রবিবার সকার কাপের ফাইনাল ম্যাচটি দেখতে বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন প্রায় ২৫ হাজারেরও বেশি ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক। রবিবার ফাইনাল ম্যাচে একতরফা প্রাধান্য নিয়ে খেলে ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লি ২ -০ গোলে পরাজিত করল ঐক্য সম্মিলনীকে।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই বিপক্ষের রক্ষণে আক্রমণের ঝড় তোলে একাধিক স্বদেশি ও বিদেশি খেলোয়াড় নিয়ে দল গড়া ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লি। যার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রথমার্ধের ১৭ মিনিটে প্রথম গোলটি তুলে নেয় তারা। গোলগুলি করেন অগষ্টিন। প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও প্রাধান্য রেখে ঐক্য সম্মিলনীর রক্ষণভাগে আক্রমণ তুলে আনেন ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লির খেলোয়াড়েরা। ফসল হিসাবে ১২ মিনিটে আরও ১টি গোল তুলে নেয় ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লি। দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় রেভনন। প্রথম ম্যাচ থেকেই ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে সারা জাগিয়েছিল ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লি।

পরাজিত হলেও দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েও স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় গোল পরিশোধ করতে পারেনি ঐক্য সম্মিলনী। ফলে হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়তে হয় প্রত্যাশায় থাকা সমর্থকদের। ফাইনাল ম্যাচটি প্রথম থেকেই উপভোগ্য হয়ে ওঠে দু'টি দলের আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে। খেলা শেষে বিজয়ী ও বিজিত দু'টি দলের অধিনায়কের হাতে ট্রফি তুলে দেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা এবং পুরপিতা বিমানকৃষ্ণ সাহা। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হিসেবে ঐক্য সম্মিলনীর গোলরক্ষক সায়ন্তন পাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয় ট্রফি। নবদ্বীপ ঘোষপাড়া পঞ্চদশ পল্লির অন্যতম সভাপতি পিন্টু ঘোষ বলেন, 'আমাদের দুই কর্মকর্তা লালু ঘোষ এবং মদন সত্য দাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের সহযোগিতায় এই সাফল্য পেল পঞ্চদশ পল্লি।'

রামমন্দির নিয়ে হেলদোল নেই অযোধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন শ্যামপুর: আজ সেই পুণ্যক্ষণ।

জ্যোতিষীদের মতে আজ অর্থাৎ ২২ জানুয়ারি কর্ম দ্বাদশী। এই দ্বাদশী তিথিটি ভগবান বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কথিত আছে, এই দিনে ভগবান বিষ্ণু কচ্ছপের রূপ ধারণ করেছিলেন। ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসারে, এই দিন ভগবান বিষ্ণু কচ্ছপের অবতার গ্রহণ করেছিলেন এবং সমুদ্র মন্থনে সাহায্য করেছিলেন। ভগবান শ্রীরাম হলেন ভগবান বিষ্ণুর অবতার, তাই এই দিনটিকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় এবং এই দিনটিকে রামমন্দির উদ্বোধনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতোই স্বাভাবিক রয়েছে অযোধ্যা। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী ও

মৎস্যজীবী। উল্লেখযোগ্য শিক্ষার হার। খাতায় কলমে গ্রামের বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় আঠারোশো। রামমন্দির উদ্বোধনের দিনটিকে সেলিব্রেট করতে যেখানে বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় কর্মসূচি দেখা গিয়েছে ,সেখানে রবিবার বাস্তবিক নিরুত্তাপ থাকল অযোধ্যা। শীতের মরসুমে মেঘলা আকাশে জড়তা ছিল সারাদিন। মানুষ ছুটির মুডে দিনটি কাটিয়েছে। দোকান-বাজার, রাস্তা ঘাট -কোথাও বাড়তি উচ্ছ্বাস নেই। সব যেন আগের মতোই স্বাভাবিক। রাত পোহালেই যে দেশের একটি বড় দিন সেলিব্রেট হচ্ছে, তা রবিবার বোঝাই যায়নি এই গ্রামটি ঘুরে। আসলে যে অযোধ্যার কথা বলা হচ্ছে তা হাওড়ার শ্যামপুরের একটি গ্রামের চিত্র।

খারাপ আবহাওয়ায় ফুটছে না আমের মুকুল, চিন্তায় আম চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কনকনে ঠান্ডায় ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে আম গাছের পাতা। জানুয়ারি মাসের তিনটে সপ্তাহ ইতিমধ্যে পার হতে চলেছে, তবুও আম গাছের মুকুলের কুঁড়ি ফোটেনি বলে চাষিদের অভিযোগ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাছে আমের মুকুল না আসলে লোকসানের মুখে পড়তে হতে পারে চাষিদের। যার ফলে এখন থেকেই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মালদার অধিকাংশ আম চাষিরা। একাংশ আম চাষিদের বক্তব্য, গত এক সপ্তাহ ধরে জেলায় যেভাবে শৈত্য প্রবাহ চলছে, তাতে ঠিকভাবে আম বাগানের পরিচর্যা করা যাচ্ছে না। সারাদিন ঘন কুয়াশা এবং মেঘলা আবহাওয়া থাকছে। ঠিকমতো রোদের আলো পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া থাকায় বিভিন্ন ধরনের রোগপ্রকার আক্রমণ বাড়ছে গাছে।

যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই সময়ে আম গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে। আগামীতে আমের মুকুল ফোটার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার অর্থকরী ফল হিসাবে সর্বদাই পরিচিত রয়েছে আম। জেলায় প্রায় ৩৩ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়ে থাকে। জানুয়ারি মাসের দিকে জলদি যাতে নাম যথা গোপালভোগ, হিমসাগর, লক্ষ্মণভোগ, জিলাপিগারা, আম্রপলি প্রভৃতি ধরনের আমের মুকুলের কুঁড়ি ফুটে যায়। শিশির থেকে হালকা জলেই গাছের পাতাও পরিষ্কার হয়ে থাকে। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে ঘন কুয়াশা ও মেঘলা আবহাওয়া আবার কারণে কিছু কিছু আম বাগানে সমস্যা দেখা দিতে পারে। কনকনে ঠান্ডা থাকলেও এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ঝলমলে রোদ। তাহলে আম গাছের রোগ পোকার সম্ভাবনা কম থাকে।

ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতি এলাকার আমচাষি রাহানুর আলম, শাহাজাহান শেখদের বক্তব্য, বছরে একটা সিজন আম উৎপাদন এবং বেচাকেনা করেই রোজগার হয়। এবছর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শীতের দাপট তেমন ছিল না। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে মালদায় কনকনে ঠান্ডা আর মেঘলা আবহাওয়াতেই দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। এরকম স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া থাকায় গাছের পাতাতে ঝলমলে রোদের আলো পড়ছে না। ফলে এক ধরনের সাদা পোকার আক্রমণ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে উদ্যানপালন দপ্তরের সহযোগিতার এবং পরামর্শের দাবি জানিয়েছেন চাষিদের অনেকেই।

উদ্যানপালন দপ্তরের জেলা আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, এই সময়ে আমচাষিরা অনেক ক্ষেত্রে পরিষ্কার জল দিয়ে গাছের পরিচর্যা করেন। গাছের গোঁড়াগুলি সুন্দর করে মাটি দিয়ে বাঁধিয়ে পরিষ্কার রাখে। মূলত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই আম গাছে অল্প বিস্তর মুকুল ধরতে শুরু করে। তবে এখন এই পরিস্থিতিতে আম চাষিদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরামর্শ নিয়েই গাছের পরিচর্যা করা উচিত।

জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ডেও অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা আজ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি: ২২ জানুয়ারি, রামলালার বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এ বার অর্ধ দিবস ছুটি ঘোষণা করল জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর পরিচালিত প্রশাসন। দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত সব দপ্তর, স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকবে ওই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করেছে ঝাড়খণ্ড সরকারও। সেখানে অর্ধদিবস বন্ধ থাকবে রাজ্য সরকারের সব দপ্তর। আর সরকারি স্কুল বন্ধ থাকবে পুরো দিন, নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন।

ইতিমধ্যে ওই দিন পুরো বা অর্ধ দিবস ছুটি ঘোষণা করেছে বেশ কিছু রাজ্য। কর্মীদের অর্ধদিবস ছুটি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অযোধ্যার মন্দিরে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা-র সম্প্রচার দেখার জন্য ওই ছুটি দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, সমস্ত সরকারি ব্যাংক, অর্থনৈতিক কেন্দ্র, গ্রামীণ ব্যাংক, বিমা দপ্তর দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। দিল্লির এমসও অর্ধদিবস বন্ধ রাখার কথা

জানিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। চালু রাখার কথা ছিল আপৎকালীন চিকিৎসা পরিষেবা। পরে সমালোচনার মুখে পড়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে দেন, আউটডোর বিভাগও খোলা থাকবে।

বিজেপিশাসিত বেশ কয়েকটি রাজ্যের সরকারি দপ্তরে আজ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। রামের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সেই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গোয়ার বিজেপিশাসিত সরকারও সে দিন সমস্ত সরকারি দপ্তরে অর্ধদিবস ছুটি দিয়েছে। দুপুর ২টো পর্যন্ত সরকারি দপ্তরে বন্ধ থাকবে কাজকর্ম। সিকিমেও অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ আজ রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেসশাসিত হিমাচল প্রদেশেও এদিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে আজ মদের দোকানও বন্ধ থাকবে। উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, অসম, হরিয়ানাতেও মদের দোকান বন্ধ থাকছে। গোয়ায় সমস্ত স্কুল এবং সরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতেও আজ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে সব সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ ছুটি থাকবে। আজ দ্বীপরাষ্ট্র মরিশাসেও হিন্দু সরকারি কর্মীদের দু'ঘণ্টা ছুটি দিয়েছে সে দেশের সরকার। দু'ঘণ্টা অফিসের বাইরে বেরিয়ে প্রার্থনায় যোগ দিতে পারেন তাঁরা।

'জয় শ্রীরাম' শুনেই মেজাজ হারালেন রাহুল!

গুয়াহাটি, ২১ জানুয়ারি: জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে মেজাজ হারালেন রাহুল গান্ধি! এমনকী বাস থেকে নেমে সমবেত জনতার উদ্দেশে রাগতভাবে বার্তা দিতেও দেখা গেল কংগ্রেস সাংসদকে। রবিবার ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীনই রেগে উঠতে দেখা যায় রাহুলকে। গোটা ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়। তার পরেই কংগ্রেসকে 'হিন্দুবিরোধী' বলে তোপ দেগেছে বিজেপি।

ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে জনসংযোগ শুরু করেছেন রাহুল। রবিবার বিজেপিশাসিত অসমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সেখানেই অভিযোগ ওঠে, কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের গাড়িতে হামলা চালিয়েছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তার পরেই বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বাসের মধ্যে বসে রয়েছেন রাহুল। সেই বাসকে ঘিরে ক্রমাগত জয় শ্রীরাম স্লোগান দিচ্ছেন সমবেত জনতা। মোদির নামেও ধ্বনি তোলেন তাঁরা।

সেই শুনেই বাস থেকে নেমে জনতার দিকে এগিয়ে যান রাহুল। বেশ রাগত ভঙ্গিতেই সকলের সঙ্গে কথাও বলতে শুরু করেন। এই ভিডিও প্রকাশ করে রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস দুই পক্ষকেই তোপ দেগেছে বিজেপি।

কানাডায় আজ পালন হবে 'রামমন্দির দিবস'

টরেন্টো, ২১ জানুয়ারি: ২২ জানুয়ারি দিনটিকে কানাডার ব্রাম্পটন আর ওকভিল পালন করবে অযোধ্যা রামমন্দির দিবস হিসাবে। অন্যদিকে, আমেরিকার নানা প্রান্তে হাজারের বেশি মন্দির সেজে উঠেছে রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে। কয়েক হাজার মাইল দূরে সরযূর তীরে যখন নতুন করে গড়ে ওঠা বহু কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রামমন্দিরের দ্বারোদঘাটন হবে সোমবার তখন প্রবাসেও তার সাক্ষী থাকবেন বহু ভক্তজন।

কানাডার ওকভিলের মেয়র রব বার্টন এবং ব্রাম্পটনের মেয়র প্যাট্রিক ব্রাউন জানিয়েছেন, স্থানীয় হিন্দু বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের ইচ্ছার কথা মাথায় রেখেই ওই দিনটিকে অযোধ্যা মন্দির দিবস হিসাবে পালন করা হবে। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে অযোধ্যার মন্দির নিয়ে উত্তেজনাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, আমেরিকায় ওয়াশিংটন ডিসির শহরতলির অনেক মন্দিরই সেজে উঠেছে রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে।

এছাড়াও নানাপ্রান্তে রামের পুজো, প্রসাদ বিতরণ, পবিত্র রজ বিতরণের মতো নানা অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে দিনভর। গোটা আমেরিকার নানা প্রান্তেই এমন অজস্র অনুষ্ঠান হবে সোমবার। ফলে শুধু অযোধ্যা বা ভারতেই নয়, আটলান্টিকের পাড়েও রামমন্দির উদ্বোধনের উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে সমান উত্তেজনায়।

আফগানিস্তানে ভেঙে পড়া বিমানটি ভারতীয় নয়

জানাল ডিজিসিএ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি: আফগানিস্তানে ভেঙে পড়া বিমানটি কোনও ভারতীয় সংস্থার নয়। ডিজিসিএ-কে উদ্ধৃত করে এমনই জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএনআই। সূত্রের খবর, বিমানটি মরক্কোর সংস্থার নামে রেজিস্টারড চার্টার্ড বিমান। যেখানে ৬-৮ জন সদস্য ছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

দেশের বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএর তরফে জানানো হয়েছে, আফগানিস্তানে দুর্ঘটনার কবলে পড়া বিমানটি ভারতীয় নয়। কোনও ভারতীয় সংস্থার নামে রেজিস্টারডও নয়। বরং মরক্কোর সংস্থার নামে রেজিস্টার করা ছোট চার্টার্ড বিমান।

রাশিয়ার বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বিমানটি রাশিয়ার সংস্থার নামে রেজিস্টারড ডিসি ফ্যালকন ১০। মনে করা হচ্ছে, ৬ জন যাত্রী ছিলেন বিমানটিতে। চার্টার্ড বিমানটি ভারত থেকে উজবেকিস্তান হয়ে মস্কো যাচ্ছিল। শনিবার রাতে সেই বিমানটি র‍্যাডার থেকে কার্যত উবে গিয়েছিল। রবিবার সকালে সেটি ভেঙে পড়ে বলে খবর।

বাদাখশানের তালিবান নিয়ন্ত্রিত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান জাবিউল্লাহ আমিরি জানিয়েছেন, বাদাখশান প্রদেশের তোপখানা পর্বতশ্রেণিতে ভেঙে পড়েছে বিমানটি। কুরান-মুনজান ও জিবাক এলাকার ওই পাহাড়ি অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম। সেখানে উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আমিরি।

মহাকাশ থেকে রামমন্দির 'দর্শন' করালো ইসরো

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি: মহাকাশ থেকে এবার অযোধ্যার ছবি ধরা পড়ল স্বদেশি স্যাটেলাইটে। প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে রামভক্তদের অপূর্ব উপহার দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো।

শনিবার প্রকাশ্যে এসেছে ইসরোর উপগ্রহ থেকে তোলা ছবিগুলো। প্রায় ২.৭ একর রামমন্দিরের গোটাটাই অদ্ভুত সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দিয়েছে ক্যামেরার লেন্সে। ছবিতে দশরথ মহল ও সরযূ নদী অন্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে নবনির্মিত অযোধ্যা রেল স্টেশনও। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, ছবিগুলো তোলা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর।

উল্লেখ্য, বর্তমানে মহাকাশে প্রায় ৫০টি উপগ্রহ রয়েছে ভারতের। এদের মধ্যে অনেকগুলোই নিখুঁতভাবে এক মিটারেও কম জায়গার ছবি তুলতে পারে। রামমন্দির নির্মাণেও ইরসোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মডার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বা আধুনিক স্থাপত্যকলার অদ্ভুত নিদর্শন রামমন্দির। এর নির্মাণে উপগ্রহ থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে কম্পিউটার মডেলগুলোতে।

সেজে উঠেছে অযোধ্যার 'সিস্টার সিটি' জনকপুর

কাঠমাণ্ডু, ২১ জানুয়ারি: আজ রামললালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগেভাগেই সেজে উঠেছে জনকপুর। উৎসবের আমেজ সীতার দেশ নেপালেও। রামায়ণ অনুসারে এই জনকপুরের রাজা জনকের কন্যা ছিলেন সীতা। রাম জন্মভূমি অযোধ্যা আর সীতার জন্মস্থান জনকপুরের মধ্যে সেতুবন্ধের চেষ্টা আগেও হয়েছে। এমনিতে দুই শহরকে বলা হয় 'সিস্টার সিটি'। অযোধ্যার বোন হল জনকপুর। রামমন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্রে করে দুই বোনের মধ্যে ফের সংযোগ স্থাপন হল।

রামের মূর্তি তৈরির কষ্টি পাথরও এসেছে নেপাল থেকে। লবকুশের মামাবাড়িতে নতুন মন্দির উদ্বোধন নিয়ে উত্তেজনা স্বাভাবিক। জানা গিয়েছে, অযোধ্যার মতোই সেজে উঠছে জনকপুর। বিশেষভাবে প্রদীপ এবং রঙিন আলোয় সাজানো হয়েছে জানকি মন্দিরকে। জনকপুরধাম অধিবাসী অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছেন মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য।

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জনকপুরের অধিবাসী ভরত কুমার শাহ বলেন, '২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান আমাদের মনেই খুশির ঢেউ তুলেছে। নির্দিষ্ট দিনে আমরাও বেশ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। ভোর থেকে শুরু হয়ে গোটা দিন ধরে চলবে অনুষ্ঠানগুলি। রঙ্গলিতে সেজে উঠছে মন্দির, ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে উঠছে। সন্ধেবেলায় প্রত্যেক বাড়িতে জ্বলবে মঙ্গলপ্রদীপ। রামমন্দির নির্মাণ হওয়ায় পর বেটিয়া, কুশিনগর, সিদ্ধার্থনগর, গোরখপুর হয়ে ২০ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় মহাযাত্রা শেষ হবে। ওই দিনই শ্রীরাম জন্মভূমি রামমন্দির ট্রাস্টের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেবেন জানকী মন্দিরের প্রতিনিধিরা। ২২ জানুয়ারি রামলাল্লার অভিষেক অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন তাঁরা। বলা বাহুল্য, এই ঘটনা রামমন্দির উদ্বোধনে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

বিতর্কে পিছু হটল দিল্লি এইমস

আজ সচল হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি: প্রবল বিতর্কের জের। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল দিল্লি এইমস। রবিবার নয়া বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দিল্লি এইমস জানিয়ে দিয়েছে সোমবার সচল রাখা হবে এইমসের আইটডোর পরিষেবা।

শনিবার এক বিবৃতি দিয়ে দিল্লি এইমস জানায়, অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো সোমবার এইমসও অর্ধদিবস ছুটি থাকবে। অর্থাৎ দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত হাসপাতালের সব কর্মীদের ছুটি। যদিও ওই সময় হাসপাতালের জরুরি পরিষেবা এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটগুলি সক্রিয় থাকবে। আউটডোর বন্ধ থাকবে। জানা যায়, এর ফলে প্রায় ৩২ হাজার রোগীকে আউটডোর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কংগ্রেস-সহ বিরোধী প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন, মন্দির উদ্বোধনের দিন চিকিৎসার মতো জরুরি পরিষেবা কী করে বন্ধ রাখা যায়। বিরোধী দলগুলি তো বটেই, চিকিৎসকদের একাংশ এর সমালোচনায় সরব হন। প্রশ্ন উঠছিল, অতিমারি চলার সময়ে মন্দির বা ধর্মীয় উপাসনালয় বন্ধ থাকলেও জরুরি প্রয়োজনে হাসপাতাল খোলা ছিল। অথচ, মন্দির উদ্বোধনের জন্য হাসপাতাল বন্ধ রাখা হচ্ছে।

সেই বিতর্কের জেরে রবিবার নয়া সিদ্ধান্ত নিল দিল্লি এইমস। নয়া বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এইমস কর্তৃপক্ষ জানাল, সোমবার মন্দির উদ্বোধনের দিন হাসপাতালের আউটডোর বা বহির্বিভাগ অন্য দিনের মতোই চালু থাকবে। আগে থেকে নাম নথিভুক্ত করানো রোগীরা ওই দিন হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। এইমস কর্তৃপক্ষ বলছে, রোগীদের যত্নের কথা মাথায় রেখে এবং তাঁদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে কথা স্মরণে রেখে আউটডোর বিভাগ খোলা থাকবে।

আমেরিকার দুই স্কুলে হিন্দি পড়ানোর সিদ্ধান্ত

ক্যালিফোর্নিয়া, ২১ জানুয়ারি: আমেরিকার সরকারি স্কুলে পড়ানো হবে হিন্দি। সম্প্রতি সিলেবাসে ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে হিন্দিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার ২টি সরকারি স্কুল। এই প্রথম ক্যালিফোর্নিয়ার কোনও স্কুলে পড়ানো হবে হিন্দি। এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রা। আমেরিকাও থেকেও তাঁদের সন্তানরা হিন্দি শিখতে পারবে, এই বিষয় নিয়েই খুশি তাঁরা। যে এলাকার স্কুলে হিন্দি শেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রচুর ভারতীয়ের বাস।

ক্যালিফোর্নিয়ার ফ্রেমন্ট ইউনিফায়েড স্কুল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পাইলট প্রোগ্রাম হিসাবে হিন্দি পাঠক্রম চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৪-১ ভোটে এই সিদ্ধান্ত পাশ হয়েছে। সেই ভোটাভুটির পর সিদ্ধান্ত হয় হর্নার মিডল স্কুল এবং ইরভিংটন হাই স্কুলে হিন্দি পাঠক্রম চালু হবে। ওই জেলায় মোট ২৯টি এলিমেন্টারি স্কুল ক্যাম্পাস, ৫টি মিডল স্কুল ক্যাম্পাস এবং ৫টি হাইস্কুল ক্যাম্পাস রয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এফইউএসডি বোর্ডের সদস্য বিবেক প্রসাদ বলেছেন, 'হিন্দি পড়ানোর দাবি ছিল। এখানে বসবাসকারীদের এতে সুবিধা হবে। সেই ভেবেই এই সিদ্ধান্ত। যদি এই সিদ্ধান্ত সফল হয়, তাহলে ভবিষ্যতে অন্য এলাকার স্কুলও এই পথে হাঁটতে পারে। আমি আশাবাদী। ভবিষ্যতে হাইস্কুলেও এই পদক্ষেপ করা হবে।'

দুই পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

ভুবনেশ্বর, ২১ জানুয়ারি: দুই পড়ুয়াকে স্কুলের ভিতরেই ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার কেন্দ্রাপাড়ার একটি বেসরকারি স্কুলে। ইতিমধ্যেই ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৬ জানুয়ারি ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণির দুই ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রধান শিক্ষক ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার পর থেকে দুই ছাত্রী স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেয়। কেন স্কুল যেতে চাইছে না তাদের অভিভাবকরা যখন জানতে চান, তখন বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

পুলিশ জানিয়েছে, স্কুল শুরু হয় সকাল সাড়ে ৬টায়। শেষ হয় সকাল ১১টায়। ছুটির শেষে কিছু পড়ুয়া স্কুলেই টিউশন পড়ত। অভিযোগ, স্কুলের ছুটির পর সকলে বাড়ি চলে গেলে ওই দুই ছাত্রীকে ধর্ষণ করেন প্রধান শিক্ষক। এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই স্কুলে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা দুই পড়ুয়ার অভিভাবকরা। সেই অভিযোগ পেয়েই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রধান শিক্ষকের মেডিক্যাল করানো হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬, ৩৫৪, ৫০৬ ধারা এবং পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:

NIT No.: 51/MOG-I/24, Date: 22.01.2024
NIT No.: 52/MOG-I/24, Date: 22.01.2024
NIT No.: 53/MOG-I/24, Date: 22.01.2024
NIT No.: 54/MOG-I/24, Date: 22.01.2024
NIT No.: 55/MOG-I/24, Date: 22.01.2024
NIT No.: 56/MOG-I/24, Date: 22.01.2024

Last Date of Bid Submission: **02.02.2024 at 13:30 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE PURBAKHILKAPUR GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful Bidders for execution of the works mentioned below. **NIT No. : PUKGP/5th SFC/Tied/2023-24/01 Dated-11/01/2024**. Repaid of Cement Concrete road 1 No. **Tender Amount : Rs. 193933.00. 2024_ZPHD_642869_1**. Date of Publication of Tender : **11/01/2024**. Last Date fo Bid Submission : **27/01/2024 01:35 PM.** Date of Tender Opening : **29/01/2024 01:25 PM.**

Sd/- Prodhan,
Purbakhilkapur Gram Panchayat,
Barasat-1 Panchayat Samity,
North 24 Parganas.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/442/23-24 Dated 20.1.2024	Construction of concrete road with surface drain at M.N.Roy road bye lane and Pragatipally road bye lane at Ward No. 19 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.15,38,533.00

Bid Submission end date: **09.02.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/443/23-24 Dated 20.1.2024	Construction of concrete road with surface drain at R.R.ghosh road(buroma dalan) at ward no 17, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 4,03,706.00

Bid Submission end date: **05.02.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

‘রোহিতকে দ্বিতীয়বার ব্যাটিং করতে দেওয়া উচিত হয়নি’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচ টাই, সুপারও ওভার টাই, এরপর দ্বিতীয় সুপার ওভারে ম্যাচের মীমাংসা;১৭ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুর ভারত-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টিতে দেখা গেছে এমন নাটকীয়তা। কিন্তু ম্যাচ ছাপিয়ে সেদিন বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছিল রোহিত শর্মার দ্বিতীয় সুপার ওভারে ব্যাটিংয়ের বৈধতা নিয়ে। প্রথম সুপার ওভারে রিটায়ার্ড আউট হওয়ার পরও দ্বিতীয় সুপার ওভারে ব্যাট করেন ভারত অধিনায়ক, যা আইসিসি আইনের পরিপন্থী।

এ নিয়ে ম্যাচে বা ম্যাচের পর আফগানিস্তান দল থেকে সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। কোচ জোনাথন ট্রট শুধু ‘নিয়ম জানা নেই’ বলে মন্তব্য করেছিলেন। ঘটনার কয়েক দিন পর এ নিয়ে মুখ খুলেছেন আফগান পেসার করিম জানাত। সেদিন বেঙ্গালুরুর ম্যাচটিতে খেলা এই পেসার বলেছেন, রোহিতের দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে নামার অনিয়ম সম্পর্কে তাঁর দলের জানা ছিল না। পরে জেনেছেন, ভারত অধিনায়ককে দ্বিতীয়বার ব্যাটিং করতে দেওয়া উচিত হয়নি।

সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে ২০ ওভারের ম্যাচ ভারত, আফগানিস্তান দুই দলই ২১২ রান তুললে ম্যাচ সুপার ওভারে গড়ায়। সুপার ওভারেও দুই দল তোলে ১৬ রান করে। এর মধ্যে ভারতের রান তাড়ায় পঞ্চম বলের পর রিটায়ার আউট হিসেবে উঠে যান রোহিত। উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার, শেষ বলে ভারতের দরকার দুই রান। নন-স্ট্রাইকে থাকায় রোহিতের দৌড়ানো ছাড়া কাজ নেই, আর ওই দৌড়ের জন্যই ক্লান্ত রোহিত নিজে উঠে গিয়ে রিংকু সিংকে মাঠে পাঠান। যদিও শেষ বলে ভারত এক রানই নিতে পেরেছে, সুপার ওভারও শেষ হয় সমতায়।

আইসিসি প্লেয়িং কন্ডিশন অনুসারে, প্রথম সুপার ওভারে আউট হওয়া ব্যাটসম্যান পরের সুপার ওভারগুলোতে ব্যাট করতে পারেন না। প্রথম সুপার ওভারে বল করা বোলারও পরেরগুলোতে বল হাতে নিতে পারেন না। আফগানিস্তানের হয়ে আজমতউল্লাহ ওমরজাই প্রথম সুপার ওভারে বল করলেও নিয়ম মেনে পরেরটিতে বল হাতে নেন ফরিদ আহমেদ। কিন্তু ভারতের ব্যাটিংয়ে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে রোহিতকে নামতে দেখা যায়। ফরিদের প্রথম তিন বলে রোহিত ১১ রান তোলেন, যে রানে ভর করে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সুপার ওভারে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত।

এ নিয়ে ধারাভাষ্যে থাকা ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া বলেন, নিয়ম অনুসারে রোহিতকে ব্যাটিং করতে দেওয়া ঠিক হয়নি। তিনি আহত ছিলেন না, স্বেচ্ছায়ই মাঠ ছেড়ে আউট হয়েছেন। তবে আফগানিস্তান দল থেকে এ নিয়ে স্পষ্ট কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়নি। ঘটনার তিন দিন পর প্রথম আফগান ক্রিকেটার হিসেবে দুবাইয়ে হিন্দুস্তান টাইমসের কাছে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জানাত। ম্যাচের দিন কোচ ট্রটের বলা ‘নিয়ম জানা নেই’য়ের পুনরাবৃত্তি করে জানাত বলেন, ‘আমরা আসলে নিয়মটা সম্পর্কে জানতাম না। আমাদের ম্যানেজেমেন্ট আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা বলেছে। রোহিত ব্যাটিং করল। আমরা পরে জানলাম যে তাঁকে ব্যাটিং করতে দেওয়া উচিত হয়নি। একজন ব্যাটসম্যান রিটায়ার্ড আউট হলে আর ব্যাট করতে পারে না।’

আফগানিস্তান দল ম্যাচের পর যেমন কোনো অবস্থান জানায়নি, এখনো চুপই থাকতে চায় তারা, ‘এখন তো কিছুই করার নেই, যা ঘটার ঘটে গেছে। আমাদের অধিনায়ক এবং কোচ পরে এ নিয়ে কথা বলেছে। যদিও কী কথা হয়েছে তাঁরাই জানেন’;বলছিলেন আইএল টি-টোয়েন্টিতে গালফ জায়ান্টসে হয়ে খেলা জানাত।

অল্পের জন্য বিরল কীর্তিতে নাম উঠল না ফেদেরারকে ছোঁয়া জোকোভিচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেনিস ইতিহাসে তাঁর চেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম একক জেতেননি কেউ। সেই নোভাক জোকোভিচও কিনা ‘নার্ভাস’ হয়ে পড়লেন দুর্লভ কীর্তির সামনে দাঁড়িয়ে।

গ্র্যান্ড স্লামের নারী এককে ৬-০, ৬-০ গেমে জয়ের উদাহরণের কমতি নেই। প্রতিপক্ষকে একটি গেমও জিততে না দেওয়ার এমন কীর্তিকে ‘ডাবল ব্যাগেল’ বলা হয়। গ্র্যান্ড স্লামে পুরুষ এককটা বেস্ট অব থ্রির। সেখানে প্রথম দুই সেট ৬-০, ৬-০ গেমে জিতলেও টানা তিনটি সেট ৬-০ গেমে জয় পেয়ে ‘ট্রিপল ব্যাগেল’ পাওয়া দুর্লভ ঘটনাই। কতটা দুর্লভ, সেটির প্রমাণ উন্মুক্ত যুগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কখনোই ‘ট্রিপল ব্যাগেল’ না হওয়াটা। অন্য তিনটি গ্র্যান্ড স্লামেও উন্মুক্ত যুগের ৫৫ বছরের ইতিহাসে এমন ‘ট্রিপল ব্যাগেল’ আছে মাত্র পাঁচটি। যার সর্বশেষটি আবার ১৯৯৩ সালের ঘটনা।

সেই দুর্লভ কীর্তি ফিরিয়ে আনার খুব কাছেই চলে গিয়েছিলেন ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ। মার্গারেট কোর্টকে পেছনে ফেলে নারী-পুরুষ মিলিয়েই সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ডটা এককভাবে নিজের করে নেওয়ার অভিযানে নামা সার্ব তারকা চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচে আদ্রিয়াঁ মানারিনোর বিপক্ষে নির্মম টেনিস খেলে এগিয়ে যান ৬-০, ৬-০ গেমে।

দুর্লভ ‘ট্রিপল ব্যাগেল’-এর সাক্ষী হওয়ার উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল রড লেভার অ্যারেনার গ্যালারিও। কিন্তু তৃতীয় সেটের দ্বিতীয় গেমটা হেরে সব উত্তেজনায় জল ঢেলে দিলেন জোকোভিচই। অনেক দিন পর রড লেভার অ্যারেনায় দিনের আলোয় ম্যাচ খেলা জোকোভিচ এরপর হেরেছেন আরও দুটি গেম। তবে ম্যাচ জিততে বেশি সময় নেননি। বরং ১ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটের মধ্যে ৬-০, ৬-০, ৬-৩ গেমে ম্যাচটি জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে ছুঁয়ে ফেলেছেন আরেকটি রেকর্ড। এই রেকর্ড গ্র্যান্ড স্লামে সবচেয়ে বেশিবার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার। ৫৮ বার শেষ আটে উঠে রজার ফেদেরারের রেকর্ড ছুঁয়েছেন জোকোভিচ। ১৪তম বারের মতো কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের রেকর্ডও ছুঁয়েছেন টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল খেলোয়াড়। জোকোভিচ ছুঁয়েছেন রাফায়েল নাদাল ও জন নিউকম্বের রেকর্ড। আর সর্বশেষ এই জয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে টানা ৩২তম জয়ও পেয়ে গেলেন ৩৬ বছর বয়সী জোকোভিচ।

এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শুরুর ম্যাচগুলোতে একটু আড়ষ্টই ছিলেন জোকোভিচ। ঠিক জোকোভিচসুলভ ছিল না জয়গুলো। সেই জোকোভিচ আজ দুর্দান্ত খেলে মানারিনোকে হারানোর পর নিজেকে ফিরে পাওয়ার স্বস্তি পেয়েছেন, ‘গত কয়েক বছরের মধ্যে আমার খেলা অন্যতম সেরা সেট ছিল এই ম্যাচের প্রথম দুই সেট। প্রথম থেকে শেষ পয়েন্ট পর্যন্ত কী দুর্দান্তই না খেললাম।’

ট্রিপল ব্যাগেলের বিরল কীর্তি না গড়তে পারলেও তা নিয়ে কোনো আফসোস নেই জোকোভিচের। বরং এ নিয়ে একটু মজাই করলেন ম্যাচের পর, ‘আমি সত্যিই গেমটা হারতে চেয়েছিলাম। না চেয়ে উপায় ছিল, স্টেডিয়ামের সবাই যে রকম টেনশন করছিলেন! আমি এসব থেকে মুক্তি চাইছিলাম, চাইছিলাম ম্যাচে মনোযোগ দিতে।’

১১তম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়কে পাখির চোখ করা জোকোভিচ কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছেন টেলর ফ্রিটজকে। গ্রিক তারকা স্তেফানোস সিৎসিপাসকে হারানো ফ্রিটজ প্রথমবার উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শেষ আটে। দুজনের আগের আট লড়াইয়ের আটটিতেই জিতেছেন জোকোভিচ।

এবার সংখ্যাটা টানা ৯ হবে কি না জানা যাবে মঙ্গলবার। তবে জোকোভিচ আজ জানিয়ে রাখলেন, এখনই টেনিস ছাড়ার কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর, ‘আমি এখন এক নম্বর, খেলছিও ভালো;এমন অবস্থায় তো টেনিস ছাড়তে চাই না। আমি চালিয়ে যেতে যাই। যখন মনে হবে অন্যদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেরাটা দিতে পারছি না আর গ্র্যান্ড স্লাম জয়ে আমি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নই, তখনই হয়তো অবসরের চিন্তাভাবনা করব। তবে ওই ভাবনাও বদলে যেতে পারে। অনেক কিছুই পরিবর্তন হতে পারে।’ দুর্দান্ত জোকোভিচের দিনে মেয়েদের বিভাগে টিকে থাকা শীর্ষ দশের তিনজন আরিনা সাবালেঙ্কা, কোকো গফ ও বারবোরা ক্রেইচিকোভা উঠে গেছেন কোয়ার্টার ফাইনালে।

বর্ণবাদী মন্তব্যের জেরে মাঠ ছাড়লেন মিলান গোলকিপার, পাশে দাঁড়ালেন এমবাপ্পে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইতালিয়ান লিগ সিরি ‘আ’তে এসি মিলান-উদিনেসে ম্যাচে ২৬ মিনিটের খেলা চলছিল তখন। খেলা থামিয়ে হঠাৎই রেফারির দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল এসি মিলান গোলকিপার মাইক মাইনিয়ঁকে। রেফারিও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে এলেন। অঙ্গভঙ্গী দেখে বোঝা যাচ্ছিল, রেফারিকে বর্ণবাদী আচরণ নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছেন মাইনিয়ঁ। অভিযোগ জানানোর মধ্য দিয়ে তখনকার মতো শেষ হয় ঘটনাটি। এরপর ৩১ মিনিটে রুবেন লুফটাস-চেকের গোলে উদিনেসের মাঠে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় মিলান।

এই গোলের পরই আবার দৃশ্যপটে মাইনিয়ঁ। এবার খেলা থামিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ করতে করতে বেরিয়ে যান মাঠ থেকে। সাইডলাইনে কিছু সময় সতীর্থদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে মাইনিয়ঁ চলে যান টানেলের দিকে। কেউ কেউ এ সময় তাঁকে ফেরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু কারও ডাকে সাড়া দেননি ফরাসি গোলরক্ষক। ঢুকে পড়েন টানেলে। টানেল থেকে কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনেন মাইনিয়ঁকে।

সব মিলিয়ে ১০ মিনিট বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হয় খেলা। শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে ম্যাচটি জেতে মিলান। এ জয়ের পর ২১ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার তিনে আছে মিলান। কিন্তু ম্যাচ শেষে জয়-পরাজয় ছাপিয়ে আলোচনায় ছিল মাইনিয়ঁর সঙ্গে হওয়া বর্ণবাদী আচরণ এবং তাঁর মাঠ ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা।

ম্যাচ শেষে ২৪ বছর বয়সী মাইনিয়ঁ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘তারা বানরের মতো করে চিৎকার করছিল। আমি বলেছি, আমরা এভাবে ফুটবল খেলতে পারি না। এমন ঘটনা আমার সঙ্গে এই প্রথম হয়নি। তাদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে। কারণ, কথা দিয়ে কিছুই হয় না। আমাদের বলতে হবে যে তারা যা করছে, তা ভুল। সব দর্শক এমন নয়। বেশির ভাগ দর্শক তাদের দলকে সমর্থন করবে, আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা এভাবে নয়।’

এ ঘটনা নিয়ে এসি মিলান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি বিবৃতি দিয়েছে। সেখানে তারা লিখেছে, ‘আমাদের খেলায় বর্ণবাদের কোনো জায়গা নেই। আমরা আতঙ্কিত। মাইক, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।’ মন্তব্যে মিলানের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টারও মাইনিয়ঁর পাশে দাঁড়ানোর কথা বলে। তারা লিখেছে, ‘আমরা যেকোনো ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে। তোমাদের পাশে আছি।’

বিষয়টি নিয়ে বিবৃতিতে ফিফাও। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘তিনটি প্রক্রিয়া (ম্যাচ থামানো, ম্যাচ পুনরায় থামানো, ম্যাচ বাতিল) তো অনুসরণ করতেই হবে, এ ছাড়া যে দলের সমর্থকেরা বর্ণবাদী আচরণ করবে সেই দলটি ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছে ধরে নিয়ে প্রতিপক্ষকে জয়ী ঘোষণা করা হবে। পাশাপাশি যারা বর্ণবাদী আচরণ করবে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগও আনতে হবে।’

মাইনিয়ঁর সঙ্গে হওয়া বর্ণবাদী আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর স্বদেশি ও ফ্রান্সের অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘তুমি একা নও মাইক মাইনিয়ঁ। আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি। এখনো একই সমস্যা চলছে, এখনো কোনো সমাধান নেই। অনেক হয়েছে! বর্ণবাদকে না বলুন।’

শেষ রক্ষা হল না, দেশের মাটিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কাছে হার সাত্ত্বিক-চিরাগের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু এখনকার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারাতে পারলেন না সাত্ত্বিকসাইরাজ রনকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি। রবিবার ইন্ডিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনে প্রবল জনসমর্থনের মাঝেও হেরে গেলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি। কোরিয়ার কাং মিন-হিউক এবং সিয়ো সিউং-জায়ের বিরুদ্ধে ২১-১৫, ১১-২১, ১৮-২১ গেমে হারলেন তাঁরা।

সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি এখন বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কোরীয় জুটির বিরুদ্ধে দাপটে শুরুও করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু পরের দু’টি সেটে হেরে যান। দিল্লির জনতা অবশ্য সমর্থনে কার্পণ্য করেনি। প্রচুর মানুষ চিৎকার করতে থাকেন। তা অবশ্য কাজে লাগেনি সাত্ত্বিক-চিরাগের ক্ষেত্রে।

যে দেশের মাটিতে প্রতিযোগিতা হচ্ছে, সেই দেশের সেরা খেলোয়াড়দের হারানো অভ্যাস করে ফেলেছেন তাঁরা। গত বছর ডেনমার্কের কোপেনহাগেনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সে দেশের সেরা খেলোয়াড় কিম আস্ট্রুপ এবং অ্যান্ডার রাসমুসেনকে হারিয়ে। এ বার প্রথম ইন্ডিয়া ওপেন ট্রফিও জিতলেন ভারতের মাটিতে ভারতেরই সেরা ডাবলস জুটিকে হারিয়ে। সাত্ত্বিক-চিরাগ প্রথম গেম জেতার পর দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামের দর্শকেরা প্রবল চিৎকার শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু চাপের মুখে নিজেদের সেরা খেলা বার করে আনেন কাং এবং সিয়ো। স্টেডিয়ামকে চুপ করিয়ে পরের দু’টি সেট জিতে নেন তাঁরা।

ছুটির দিনে শীতের শহরের সকালে কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথনে অংশ নেন রাজনীতিবিদ থেকে সেলিব্রিটি। অংশ নেন সাধারণ মানুষও। রেড রোড থেকে শুরু হয় হাফ-ম্যারাথনের তিনটি বিভাগের দৌড়। ২১ কিলোমিটার, ১০ কিলোমিটার এবং পাঁচ কিলোমিটার এই তিনটি বিভাগে ইচ্ছামতো যে কোনও পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন প্রতিযোগীতারা। প্রায় ২৫ হাজার প্রতিযোগী অংশ নেন কলকাতা পুলিশের এই হাফ ম্যারাথনের উদ্যোগে।তবে এই দৌড়ের মাঝেই ঘটে দুর্ঘটনা। ভেঙে পড়ে কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথনের তোরণ। ঘটনায় আহত হন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা।

টানা ৮ ম্যাচ হারার পর রেকর্ড গড়ে জয় পাকিস্তানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে জয়ের দেখা পেল পাকিস্তান। বিশ্বকাপের পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানের টেস্ট সিরিজ হারার পর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ৪ ম্যাচেই হেরেছিল তারা।

ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের শেষ ম্যাচসহ সব মিলিয়ে টানা ৮ ম্যাচে হারের পর আজ ক্রাইস্টচার্চে সিরিজে পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৪২ রানে হারিয়ে জয়খরা কাটিয়েছে পাকিস্তান। সেটাও রেকর্ড গড়ে। টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে সবচেয়ে কম রান করে জয় পাওয়া রেকর্ড এটি।

টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে তুলেছে ১৩৪। ছোট এই সংগ্রহ নিয়ে বোলিংয়ে নেমে নিউজিল্যান্ডকে ৯২ রানে অলআউট করেছে শাহিন আফ্রিদির দল। এর আগে ২০২১ সালে স্কোরবোর্ডে সর্বনিম্ন ১৫৬ রান তুলে জয় পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া, যদিও পাকিস্তানের এ জয়কে সান্ত্বনাই বলা ভালো। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তারা সিরিজ হেরেছে ৪-১ ব্যবধানে।

১৩৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামা নিউজিল্যান্ড এদিন শুরু থেকেই নড়বড়ে ছিল। প্রথম ৫ ওভারের মধ্যেই হারায় দুই ওপেনার ফিন অ্যালেন ও রাচিন রবীন্দ্রকে। দুজনের কেউই পাওয়ারপ্লে কাজে লাগাতে পারেননি। প্রথম ৫ ওভারে রান আসে মাত্র ৩০। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা অ্যালেন ১৯ বলে আজ করতে পেরেছেন ২২ রান। এরপরও ১০ ওভার পর্যন্ত ম্যাচে ছিল নিউজিল্যান্ড। শেষ ১০ ওভারে তাদের প্রয়োজন ছিল ৮১ রান। হাতে ৭ উইকেট। তবে ১০ থেকে ১৫ ওভারের মধ্যে নিউজিল্যান্ড উইকেট হারায় ৫টি। ইফতিখার আহমেদ নেন ৩ উইকেট।

এরপর গ্লেন ফিলিপস নিউজিল্যান্ডকে আশা দেখালেও ম্যাচের ১৮তম ওভারের প্রথম দুই বলে ফিলিপস ও লকি ফার্গুসনকে আউট করে পাকিস্তানের জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়ক আফ্রিদি। ১৩৫ রানের জবাবে নিউজিল্যান্ড গুটিয়ে যায় মাত্র ৯২ রানে। অধিনায়ক হিসেবে এটি আফ্রিদির প্রথম জয়। টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয়বারের মতো ঘরের মাঠে ১০০ রানের নিচে গুটিয়ে গেছে নিউজিল্যান্ড। অন্য ঘটনাটিও এই পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০১০ সালে।

এর আগে টসে জিতে ব্যাটিং করা পাকিস্তান ওপেনিংয়ে সাইম আইয়ুবকে সরিয়ে এদিন খেলায় হাসিবুল্লাহ খানকে। অভিষেক ম্যাচ জ্বলে উঠতে পারেননি তিনি। টিম সাউদির বলে ফিরেছেন শূন্য রানেই। এরপর বাবর আজমকে সঙ্গে নিয়ে ৫৩ রানের জুটি গড়েন মোহাম্মদ রিজওয়ান, যদিও সেটা টি-টোয়েন্টি মেজাজে খেলে নয়। এই জুটি ৫৩ রান তুলতে বল খরচ করেছে ৫৬টি। দুবার ‘জীবন’ পেয়েও বাবর ১৩ রান করে আউট হন ২৪ বল খেলে।

বাবর আউট হওয়ার পর ফখর জামানকে নিয়ে ১৯ বলে ৩৫ রানের জুটি গড়েন রিজওয়ান। এই ৩৫ রানের জুটিতে ১৬ বলে ৩৩ রানই আসে ফখরের ব্যাট থেকে। দলীয় ৮৮ রানে ফখর আউট হওয়ার পর ৯১ রানে ফেরেন মোহাম্মদ নওয়াজ। ৩৮ বলে ৩৮ রান করা রিজওয়ানও দলীয় ৯১ রানেই পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন। সেখান থেকে পাকিস্তানের রান ১৩৪-এ গেছে শাহিবজাদা ফারহানের ১৪ বলে ১৯ ও আব্বাস আফ্রিদির ৬ বলে ১৪ রানে। সাউদি, ম্যাট হেনরি, লকি ফার্গুসন ও ইশ সোধি প্রত্যেকে ২টি উইকেট নিয়েছেন।

বোলারদের ম্যাচে ২৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন ইফতিখার। ৫ ম্যাচে ৫৫ গড়ে ২৭৫ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ওপেনার ফিন অ্যালেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান ২০ ওভারে ১৩৪/৮ (হাসিবুল্লাহ ০, রিজওয়ান ৩৮, বাবর ১৩, ফখর ৩৩, নওয়াজ ১, ইফতিখার ৫, সাহিবজাদা ১৯, শাহিন শাহ আফ্রিদি ১, আব্বাস আফ্রিদি ১৪*, উসামা ১*; সাউদি ২/১৯, হেনরি ২/৩০, ফার্গুসন ২/২৪, স্যান্টনার ০/৩০, সোধি ২/২২)।

নিউজিল্যান্ড ১৭.২ ওভারে ৯২ (অ্যালেন ২২, রবীন্দ্র ১, সাইফার্ট ১৯, ইয়াং ১২, চাপম্যান ১, ফিলিপস ২৬, স্যান্টনার ৪, হেনরি ১, সোধি ১, সাউদি ৪*, ফার্গুসন ০; শাহিন শাহ আফ্রিদি ২/২০, নওয়াজ ২/১৮ জামান ১/৪, উসামা ১/২১, আব্বাস আফ্রিদি ০/৪, ইফতিখার ৩/২৪)।

ফল পাকিস্তান ৪২ রানে জয়ী।

ম্যাচসেরা ইফতিখার আহমেদ

সিরিজ ৫ ম্যাচ সিরিজে নিউজিল্যান্ড ৪-১ ব্যবধানে জয়ী।

সিরিজসেরা ফিন অ্যালেন

ভারত সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ালেন ব্রুক, ফিরে যাচ্ছেন ইংল্যান্ডে

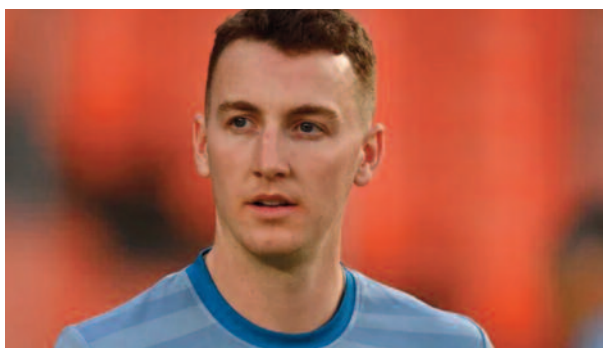

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যক্তিগত কারণে ভারত সফর থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হ্যারি ব্রুক। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ইংল্যান্ড দলের আজ আবুধাবি থেকে হায়দরাবাদে পৌঁছার কথা। তবে ব্রুক দেশে ফিরে যাবেন আবুধাবি থেকেই। তাঁর জায়গায় ড্যানিয়েল লরেন্সকে দলে নেওয়া হয়েছে।

এক বিবৃতিতে ইসিবি জানিয়েছে, ‘হ্যারি ব্রুক ব্যক্তিগত কারণে ইংল্যান্ড পুরুষ দলের ভারত সফর থেকে অবিলম্বে দেশে ফিরতে চলেছেন। (সিরিজ খেলতে) তিনি ভারতে যাবেন না। ব্রুকের পরিবার এই সময়ে গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করেছে। এ কারণে ইসিবিও সংবাদমাধ্যম ও জনসাধারণকে ব্রুকের পরিবারের ইচ্ছাকে সম্মান জানানোর এবং তাদের ব্যক্তিগত বিষয় থেকে দূরে থাকার অনুরোধ করছে।’

ভারত-ইংল্যান্ডের পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হবে বৃহস্পতিবার। সর্বশেষ ২০১২ সালে ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ইংল্যান্ড। এরপর ইংলিশরা দেশটিতে হেরেছে টানা দুটি সিরিজ।

দুই দলের টেস্ট সিরিজ শেষ হবে আগামী ১১ মার্চ। এর সপ্তাহ দুয়েক পরেই আইপিএল শুরু হওয়ার কথা। ব্রুককে এবার ৪ কোটি রুপিতে কিনেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ২৪ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান আইপিএল খেলতে ভারতে যাবেন কিনা, সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

২০২২ সালে টেস্ট অভিষেক হয় ব্রুকের। এই সংস্করণেই সবচেয়ে বেশি আলো ছড়িয়েছেন। এখন পর্যন্ত ১২ টেস্টে ৬২.১৬ গড়ে করেছেন ১২৮৭ রান। ২০ ইনিংস খেলেই ৭টি অর্ধশত ও ৪টি শতক করে ফেলেছেন। বর্তমান টেস্ট ক্রিকেটারদের মধ্যে তাঁর ব্যাটিং গড়ই সবচেয়ে বেশি।

এখানেই শেষ নয়। বাজবল ক্রিকেটের সঙ্গে ব্রুক শুরু থেকেই মানিয়ে নিয়ে রান তুলেছেন ৯১.৭৬ স্ট্রাইক রেটে। বলের হিসেবে (১০৫৮) টেস্টে দ্রুততম ১ হাজার রানের বিশ্ব রেকর্ডটাও তাঁর দখলে।

ব্রুকের জায়গায় সুযোগ পাওয়া লরেন্স প্রায় ২ বছর পর ইংল্যান্ড দলে ফিরলেন। ২৬ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান জাতীয় দলের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন ২০২২ সালের মার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ হওয়ার পর প্রথমবার ডাক পেলেন তিনি।

লরেন্স বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি, টোয়েন্টি খেলবেন। আগামী দুই দিনের মধ্যে এই টুর্নামেন্ট ছেড়ে হায়দরাবাদে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**